জীবন দীপ্তি

(৩য় খণ্ড)

<u>ডিজিটাল প্রকাশক</u>

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

<u>শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা</u>

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ২য় সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBOb0EgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

অমিয় বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

অমিয় লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

নারীর পথে

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqgs

তাঁর চিঠি

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

আশীষ বাণী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

আশীষ বাণী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

জীবন দীপ্তি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

সুরত-সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

অখণ্ড জীবন দর্শন

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জীবন-দীপ্তি

৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ

শ্রীঅজিত কুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম প্রকাশ—১০,০০০
দোল পূর্ণিমা, ১৪০৩
দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত)—২০,০০০
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৪০৪

মুদ্রক ঃ

বেঙ্গল ফোটোটাইপ কোম্পানি
৪৬/১ রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

Jiban Dipti 3rd Part by
Sri Sri Thakur Anukul Chandra

ভূমিকা

ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক আদি প্রতিটি কর্ম্মীর উদ্দেশ্যে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যে অমৃত পথনির্দ্দেশ দান করেছেন, বিভিন্ন গ্রন্থ হ'তে তার কয়েকটি একত্রে সংগ্রথিত ক'রে জীবনদীপ্তি ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। কর্ম্মী-জীবনে সার্থকতা লাভের জন্য এই বাণীগুলি অপরিহার্য্য। এতদ্ব্যতীত, যাঁরা শ্রেয়কর্ম্মা হ'য়ে সপারিপার্শ্বিক উন্নত জীবনের অধিকারী হ'তে সমুৎসুক, তাঁদের নিত্যসহায়ক আরো কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় বাণী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রার্থনা করি, এই গ্রন্থ প্রত্যেক কর্ম্মীর কর্ম্মজীবনের পাথেয় হ'য়ে মহাজীবনের পথ সুগম করুক, তথা ইষ্টকেন্দ্রিক প্রীতিমুখর পারস্পরিকতার পথ আলোকিত করুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

বাং শ্রীপঞ্চমী, মঙ্গলবার, ১৪০৩
ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয় -
করায় বা আচরণের ভিতর দিয়ে
পেঁছিয়ে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
উষর মরুতেই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —

তোমার "আমি"

১
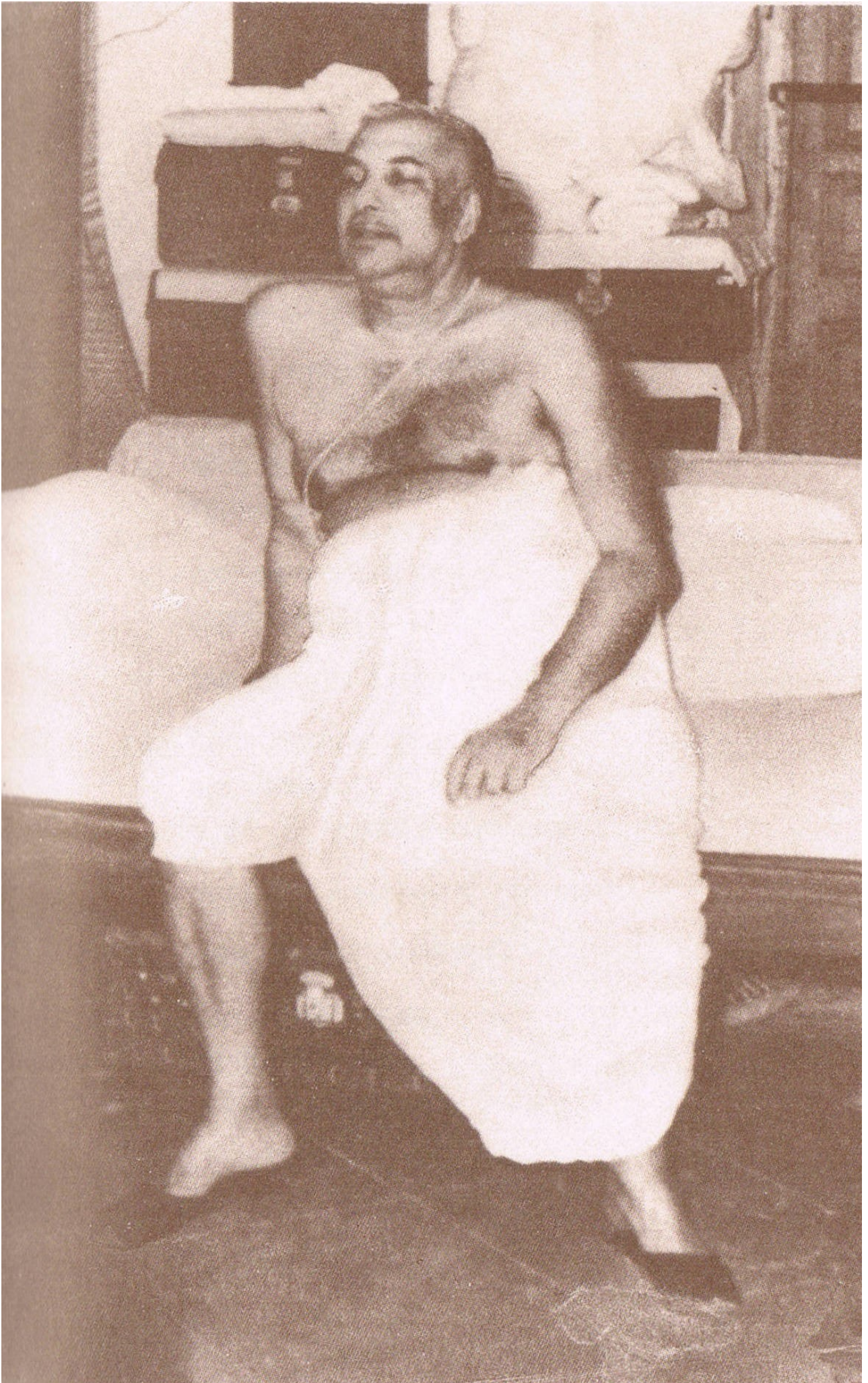
ঋত্বিক্ ও সৎ-অনুধ্যায়ী কর্ম্মীদের আচরণীয় সপ্তশীল

১। অদম্য আত্মোৎসর্জ্জনী কৃতিদীপ্ত
ইষ্টার্থপরায়ণতা।

২। সম্ভ্রমাত্মক আপ্যায়নী চলন ও
অনুচর্য্যা-নিরতি।

৩। বাক্য-ব্যবহারের প্রাণবন্ত সঙ্গতি।

৪। নৈষ্ঠিক যজনশীল আচরণ-প্রবুদ্ধ
যাজন-উন্মাদনা
ও ইষ্টীপূত লোককল্যাণ-কর্ম্মে অদম্য উদ্যম।

৫। সংবর্দ্ধনা ও সংহতি-সন্দীপী কৃতি-আবেগ।

৬। কুশল-কৌশলী সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ।

৭। অসৎ-নিরোধী পরাক্রম,
ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা
ও বৃত্তিস্বার্থে নিরাশিতা ও নির্ম্মমতা।

২

আগে নিজে সংগঠিত হও—
সর্ব্বতোভাবে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
অনুশীলনী আত্ম-বিনায়না নিয়ে,
একানুধ্যায়ী অন্বিত সক্রিয় সার্থকতায়,—
তবে সংগঠন ক'রতে যেও,
নয়তো ঐ সংগঠন-কণ্ডূতি তোমার
অঘটন ঘটাতে
কমই কসুর ক'রবে।

৩

১। শ্রদ্ধোষিত আত্মোৎসারণা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষদিগকে
স্বীকার ক'রো,
ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ থেকো—
মুখ্য তৎপরতায়।

২। বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-পুরুষোত্তম-পরিবেদনী
আগ্রহ নিয়ে
তোমার সমস্ত কর্ম্মগুলিকে
শ্রেয়তপা ক'রে ফেল,
যা'তে ঐ শ্রেয়ার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে।

৩। সদাচার-সমন্বিত হৃদ্য আচরণ
ও বোধায়নী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রেয়ার্থী ক'রে তুলো—
শ্রদ্ধোষিত শ্রেয়োপসেবা নিয়ে।

৪। মনে রেখো—
শ্রেয়ানুগ লোকহিতই
সহজভাবে সরাসরি তোমার স্বার্থ—
সত্তাপোষণী সংশ্রয়কে অব্যাহত রেখে,
লোকহিতকে অবজ্ঞা ক'রে
বা লোকশোষক হ'য়ে
তোমার কোন স্বার্থকেই মুখ্য ক'রে তুলো না।

৫। আত্মিক-উৎসারণী অনুশীলনকে
তোমার দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মের সহিত
ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ক'রে নিও—
প্রীতিপূর্ণ অনুধ্যায়ী বিহিত তৎপরতা নিয়ে,
উপযুক্ত সময়ে,
সুযোগ ও ভাগ্য-অনুদীপনাকে
উদ্দীপ্ত রেখো—
যা'তে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমের সন্ধান পেলে
তাঁর কাছে
তোমাকে তোমার যা'-কিছু নিয়ে
উৎসর্গ ক'রে
ধন্য হ'তে পার।

বিশেষভাবে মনে রেখো—
এই পাঁচটিই হ'চ্ছে
জীবনীয় প্রাক্-গণদীক্ষার মূল ভিত্তি;
আগে এতে নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে তোল,
পরে সত্তা ও সংহতি-পোষণে
যা' করবার তা' ক'রো,
নতুবা, যা-ই করবে
নিশ্চয় ক'রে জেনো—
পণ্ডশ্রমে
জীবনকে শীর্ণ ক'রে তুলতেই হবে তোমাকে।

৪

সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থ-পরায়ণ হও,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ঐ সক্রিয় স্বার্থ-অনুদীপনাই
তোমাকে ইষ্টীতপা ক'রে তুলুক,
অর্থাৎ তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি
অনুরাগ-দীপনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
উপচয়ী ইষ্টার্থ-পরিসেবায়
নিয়োজিত হ'য়ে উঠুক,
এই নিয়োজনের সার্থক বিন্যাসে
বিন্যাসিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
তোমার অন্তঃস্থ যোগাবেগ-নিবন্ধনে সম্বদ্ধ হ'য়ে

সুসংহত সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে উঠুক,
ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয় ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব
চরিত্রে প্রকাশ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
আচরণে, বাক্যে, ব্যবহারে
অস্তি-বৃদ্ধির সুসংহত বিভা বিকিরণ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বের মর্ম্ম-বিকশিত কিরণ-মালায়
পরিবেশকে আলোকিত ক'রে তুলুক,
এই বিকিরণী বিভাই হ'চ্ছে
লোকদীক্ষার দক্ষ প্রতিভা;
তোমার সংস্পর্শে বা সংস্রব-আয়তনে এলেই
ঐ মর্ম্ম-বিকিরণায় বিভান্বিত হ'য়ে
মানুষ অন্বিত হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
একটা অন্বয়ী আবেগ নিয়ে,
আকুল শ্রদ্ধোষিত প্রীতি-উৎসারণায়;
তুমি তোমার সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
সুনিষ্ঠ অনুবেদনায়,
তাঁ'রই বিকাশ-প্রতীক হ'য়ে
তাঁ'রই মন্ত্রে
তাঁ'রই দীক্ষায়,
মন্ত্রবীজ মানুষের অন্তরে রোপণ ক'রলে
তোমার অন্তর-অনুপ্রেরিত ইষ্টদীপনা
ইষ্টার্থী সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যাতপা হ'য়ে
শ্রদ্ধোষিত প্রীতি-অভিনিষ্যন্দী তর্পণায়
তা'দের অন্তরেও

ঐ মন্ত্রবীজ অঙ্কুরিত ক'রে তুলতে পারে;
এতে তা'রাও সার্থক হবে,
তুমিও সার্থক হবে,
যেমন এতটুকু একটা শিশিরবিন্দু
সবিতার উন্মুখ-অনুদীপনায়
তা'র মর্ম্ম হ'তে জ্যোতিঃ বিকিরণ ক'রে থাকে,
তোমার ঐ অন্তর্নিহিত বিভা
তা'দের অন্তরেও তেমনি
ইষ্টবিভা বিকিরণ ক'রে
তোমার দীক্ষা ও দীক্ষিতকে
বিভান্বিত ক'রে তুলবে;
আর, যতই তুমি অমনতর হ'য়ে উঠবে,
তোমার দীক্ষার উপযুক্ততাও
যোগ্যতার অভিসারে
গুরু-গৌরব-বিকিরণায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে ততই,
এই হ'চ্ছে মানুষকে দীক্ষিত করার
আত্মনিয়ন্ত্রণী ব্যক্তিত্ব-বিকাশী মানদণ্ড;
এমনতর সুনিষ্ঠ সংহত
ইষ্টার্থপরায়ণ ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে
দীক্ষার প্রযোক্তা,
যেখানে এমন নেই,
তেমনতর অবিন্যাসী ব্যক্তিত্ব
দীক্ষা দেবার উপযুক্তই নয়,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তা'র দীক্ষা মানুষকে
বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন, বিমূঢ়ই ক'রে তোলে;
ঈশ্বরই অস্তি-বৃদ্ধির আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বরই বীজ,
ঈশ্বরই মন্ত্র,
ইষ্টার্থ-অন্বিত ব্যক্তিত্বই মন্ত্র-উদ্গাতা,
আর, ঐ মন্ত্রই আত্মিক অভিগমনের
অনুপ্রেরণা,—
বর্দ্ধনের বিবর্ত্তনী বিভা,
মন্ত্রের সার্থকতাই ঈশ্বর।

৫

তুমি পুরোহিতই হও,
ঋত্বিক্ই হও,
অধ্বর্য্যু বা যাজকই হও না কেন,
যে বর্ণে ও বৈশিষ্ট্যে তোমার জন্ম হো'ক না কেন,
তুমি আভিজাত্য-অনুধ্যায়িনী আবেগ নিয়ে
বিহিত প্রেরণ-দীপনায় প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
সম্মানে আপ্যায়িত করতে ভুলে যেও না,
তোমার অনুপ্রেরণা ও কর্ম্ম-তৎপরতা
যেন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
অর্থাৎ অভিজাত-নিঃসৃত বৈশিষ্ট্যকে
ফুল্ল ক'রে তোলে,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

স্ফীত ক'রে তোলে,
তোমার অনুচর্য্যী
সেবাপরায়ণ তৎপরতায়
নন্দিত হ'য়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেন
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক-অন্বিত অনুশীলনে
প্রত্যেকেই যেন নিজের
যোগ্যতাকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
যোগ্যতার যোগদীপনায়
নিজেকে সামর্থ্যবান্ ক'রে তুলতে পারে;
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে যদি
পরিচর্য্যা না কর,
তোমার বৈশিষ্ট্যও পরিপূরিত হবে না,
আবার, যে অনুচর্য্যা-গ্রহণ
তোমার পক্ষে অশোভন ও অশুভদ,
লোকে হাজার শোভন ও শুভদ ব'লে
তোমার প্রতি
তেমনতর করতে চাইলেও
তুমি তা' গ্রহণ ক'রো না;
তুমি শ্রদ্ধানুগ অনুচর্য্যায়
যে-বৈশিষ্ট্যকে যেমনতর আপ্যায়িত করতে হয়,
তা' ক'রে চল,
তখন প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে

অনুরাগ-উদ্দীপনায়
তোমাকে অভ্যর্থনা করবে,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী হোম-আহুতি বহন ক'রে
ধন্য ক'রে তুলবে তোমাকে।

৬

ঋত্বিক্-রীতি

১। সক্রিয় ইষ্টনিষ্ঠা,
২। হৃদ্য বাক্, ব্যবহার ও অসৎ-নিরোধী তৎপরতা,
৩। জীবনীয় চরিত্র,
৪। জীবনীয় বাণী,
৫। জীবনীয় অনুচর্য্যা,
৬। জীবনীয় অনুপ্রেরণা,
৭। জীবনীয় আচার ও আচরণ।

৭

প্রকৃত দীক্ষার পাত্র

তোমার যাজন-প্রতিভায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
বা স্বতঃস্বেচ্ছভাবে যদি কেউ
দৃঢ়-সঙ্কল্পের সহিত
আবেগদীপ্ত আগ্রহে
সুনিষ্ঠ নিষ্ঠায়

আজীবন অচ্যুত থাকবার
অদম্য উদ্দীপনায়
দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু হয়—
অপ্রত্যাশী হ'য়ে,—
আর, তা'র বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
ভিতর-দিয়ে
তা' যদি তুমি বুঝতে পার,
সে-ই প্রকৃত দীক্ষার পাত্র,
যদিও ঈশ্বর কা'রও একচেটে নয়;
সশ্রদ্ধ ইষ্টার্থপূরণী উন্মাদনায়
যে
অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসন
অনুশীলন ক'রে চলতে চায়—
আজীবন অচ্যুত নিরন্তরতায়,
তা'কেই দীক্ষা দেওয়া উচিত যদিও,
কিন্তু সমগ্র সত্তা দিয়ে
চিরতরে আচার্য্যে আত্মোৎসর্গ করতে
দৃঢ়নিশ্চয় যে,—
তা'কেই প্রকৃষ্ট ব'লে গ্রহণ ক'রো।

৮

শ্রেয়কেন্দ্রিক তদর্থ-পরায়ণ অন্বিত সঙ্গতিসহ
সত্তার পোষণ-বর্দ্ধনী ব্যাপারে

সক্রিয় তৎপরতায় অগ্রণী হ'য়ে
মানুষকে যে অনুশীলনী উদ্দীপনায়
যোগ্যতার পথে পরিচালিত করতে না পারে—
সাধ্যানুপাতিক,—
সে মানুষের ঋত্বিক্ হ'তে পারে না;
ঋত্বিক্ মানে—
সত্তানুপোষণী, ইষ্টার্থ-অনুনয়ী
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সন্দীপী,
উপযোগী কর্ম্মানুগ
প্রেরণ-প্রবোধনযজ্ঞে
অগ্রণী যে,—
তা'র বিক্ষোভ ও ব্যভিচারে
ব্যতিক্রমী পথে বিচরণ করে যে
সে নয়কো;
ঈশ্বরই পরম ঋত্বিক্,
জীবন-বর্দ্ধনার পরম হোতা,
ঈশ্বরই সত্তা-সংরক্ষণী পুরোহিত।

৯

ঋত্বিকের তক্‌মা নিলেই
ঋত্বিক্ হ'য়ে ওঠে না,
সর্ব্বতো-সন্দীপনায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,

ইষ্টস্বার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
তুমি ঋতি-তপা হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
আত্ম-বিনায়ন কর,
তোমার বাক্, ব্যবহার এবং চাল-চলন
বাস্তব অভিব্যক্তি নিয়ে
সুসংহত ইষ্টার্থ-সঙ্গতিশীল হ'য়ে
বোধিমর্ম্মকে উচ্ছল ক'রে
চরিত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক;
তোমার নিজের তো বটেই,
তা' ছাড়া প্রতিটি ব্যষ্টির,
তথা গণজীবনের
সম্বর্দ্ধনার অগ্রদূত হ'য়ে ওঠ—
হৃদ্য আচরণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে;
ব্যষ্টিগত অস্তিত্বকে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
সক্রিয় সঙ্গতিশীল ক'রে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোল,
মানুষের স্বস্তিবাহী হও,
কল্যাণ-কলনিনাদী হ'য়ে ওঠ;
ইষ্টার্থ-অপহারী হ'য়ে ব'সো না কিছুতেই,
ও' কিন্তু মহাপাপ,
লোক-শোষক হ'য়ে উঠো না কিছুতেই,
ও' কিন্তু নিরয়ের মর্ম্মর-খচিত পন্থা,

বরং লোক-প্রীতি-অবদান-ভুক হ'য়ে
নিজেকে প্রসাদ-প্রদীপ্ত ক'রে তোল;—
তবে তো তুমি ঋত্বিক্,
ঐ ঋত্বিক্-দেবতার জাগ্রত মূর্ত্তি;
যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোটামুটি
এমনতর হ'য়ে না-উঠতে পারছ,
ততক্ষণ তুমি প্রযত্নশীল ঋত্বিক্-নামধেয়
অস্তি-বৃদ্ধির কৃষ্টি-বার্ত্তাবাহী ছাড়া
আর-কিছুই নও;
আবার, ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যাকে
তোমার জীবনে মুখ্য ক'রে না তুলে
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় যদি
ইষ্ট, ইষ্টানুগ কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়ে
আত্মোপভোগ-উপকরণ-সংগ্রহ তৎপর হ'য়ে চল—
তবে, তুমি নারকীয় অভিসন্ধি-সম্পন্ন
ঋত্বিক্-ছদ্মবেশী ধাপ্পাবাজ ছাড়া
আর কিছুই নও;
তাই, প্রথম তুমি শ্রদ্ধোষিত অনুদীপনা নিয়ে
ইষ্টীতপা হ'য়ে
ঐ তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন ক'রে,
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে
অস্তি-বৃদ্ধির অনুপ্রেরণায়
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে, যথাযথ বিনায়নায়
তা'দিগকে যোগ্য-জীবনের অধিকারী ক'রে তোল,

আর, তা'দের শ্রদ্ধা-উৎসারিত অবদানই
তোমার আজীব হ'য়ে উঠুক,
লোক-অন্তর-উৎসারণী ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই
তোমাকে অমৃত-প্রসাদী ক'রে তুলুক;
ঈশ্বর অমৃত-স্বরূপ।

ঋত্বিক্ই হো'ক,
পুরোহিতই হো'ক,
অধ্বর্য্যু, যাজকই হো'ক,
তা'রা যদি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আত্ম-বিনায়ন-তৎপর না-হ'য়ে,
প্রবৃত্তির লুব্ধ দীপনায়
খামখেয়ালী চলনে চলে,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সৎ-আপূরণী না-হ'য়ে ওঠে,
সংহতিকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
বিক্ষুব্ধ গুচ্ছ সৃষ্টি করার
প্রচেষ্টা নিয়ে চলে,
ইষ্ট-প্রতিষ্ঠাকে অবদলিত ক'রে
আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতায়
সারমেয়-দৃষ্টির অনুসরণ করে,—

এমনতর স্থলে যদি কেউ
তা'দের অনুসরণ ক'রে চলে,
ধুক্ষা-দীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাই তা'দের বেশী;
অমনতর ঋত্বিক্, পুরোহিত, অধ্বর্য্যু বা যাজক যা'রা
তা'রা যদি প্রায়শ্চিত্ত-বিনায়নে
নিজেদের পরিশুদ্ধ ক'রে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
বিভিন্ন গুচ্ছগুলিকে
পারস্পরিকতায় সদাপূরণী ক'রে
যজমানের উন্নতি-বিধায়ক চলনে চলে,
তা'তেই শুভ-সুন্দরের
প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে;
খামখেয়ালকে বিদলিত ক'রে
ইষ্ট-সন্দীপী খোশ-খেয়ালেই তা'রা যদি চলে,
সেই চলনই সবাইকে উদ্বর্দ্ধন-অনুদীপনায়
পূরণ-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে;
তাই, যদি কোথাও
অমনতর সংহতি-বিরোধী চলন দেখ,
ঐ হ্যাপায় প'ড়ে
সদনুচলনকে ব্যর্থ ক'রে তুলো না,
অর্থাৎ, ইষ্টার্থ-অনুচলনকে ব্যাহত ক'রো না;
তোমাদের অন্তঃস্থ ঈশী দীপনা
শাতনকে নিরস্ত ক'রে তুলুক,
অধোমুখ ক'রে তুলুক,
আর, তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয়

সবিতোজ্জ্বল ধৃতি নিয়ে
শুভ-বিকিরণী হ'য়ে উঠুক;
ঈশ্বরই শুভ-সুন্দর।

১১

বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
অনুক্রমিক পুরুষোত্তম যাঁ'রা,
সদ্‌গুরু যাঁ'রা,
ঋষি যাঁ'রা,
তাঁ'দের অন্বয়ী সার্থক-সুসঙ্গত
বোধিবীক্ষিত বাণীই শ্রুতি;
ঋত্বিক্‌ই হউন,
আচার্য্য বা পুরোহিতই হউন,
বা অন্য যে-কেউই হউন না কেন,
তাঁ'দের বলাগুলিতে
ঐ বাণীর সাথে অসঙ্গতি যেখানে,
এমন-কি, তাৎপর্য্যেও যদি অসঙ্গতি দেখা যায়,
তা' কিন্তু অপরিপালনীয়;
যদি কেউ,
এমন-কি কোন সৎলোকই যদি বলেন,
"পুরুষোত্তমও এই-ই ব'লেছেন",
এমন-কি, তা'রা যদি স্মৃতিগত ব'লে কোন কথা
জোর গলায়ও বলেন,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, তা' যদি ঐ বাণী ও বাণীর তাৎপর্য্যে
ব্যতিক্রমবাহী হয়,
তা'ও কিন্তু অপরিপালনীয়;
অজ্ঞতাবশতঃ কেউ যদি
ঐ পুরুষোত্তম, সদ্‌গুরু বা ঋষির
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যশীল বাণীগুলির
ব্যতিক্রমী নিদেশ-অনুযায়ী
জীবন ও কর্ম্মকে পরিচালিত করেন—
তা' সাধারণতঃ
জীবনকে বিকেন্দ্রিক ও বিক্ষুব্ধ ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকেই পরিচালিত ক'রে থাকে;
তাই সাবধান,—বিশেষ বিবেচনার সহিত
ঐগুলির তাৎপর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করতঃ
যা'তে ঐ ভাগবতশ্রুতিকে লঙঘন ক'রে
সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ বাণী
অনুসরণ করতে না হয়,
তা'ই কর;
ঐ শ্রুতিবাণীর সঙ্গতির তালে তাল মিলিয়ে
যা' তাৎপর্য্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'রই অনুসরণ ক'রো—
ভ্রান্ত হবে কমই,
নষ্টও পাবে তুমি কমই,
তাই, শাস্ত্রের নিদেশই হ'চ্ছে—
'শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু
শ্রুতিরেব গরীয়সী'।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

১২

প্রার্থনার সময়
আত্মস্বার্থের চিন্তা ক'রো না,
ইষ্টার্থের চিন্তা কর,
ঐ চিন্তাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
ঊর্জ্জী কৃতিমান ক'রে তোল,
এমনতরই প্রেরণা-সম্বুদ্ধ ক'রে তোল—
যা'তে তা' নিষ্পাদন না ক'রেই
তুমি থাকতে পার না;
তাঁ'র মহিমা, আচার-ব্যবহার, গুণাবলীর
চিন্তায়
নিজেকে এমনতর প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
যা'তে তোমার বৈশিষ্ট্যের ভিতর
ঐগুলি স্বতঃ-সন্দীপনায়
আচরণসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
অনুকম্পী প্রীতি-উৎসারণায়
ইষ্টার্থসিদ্ধ সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে;
এক-কথায়, ইষ্টার্থ যা'-কিছু
তা' যেন তোমার কাছে
জীবনীয় হ'য়ে ওঠে,
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
আর, সম্বর্দ্ধনা তোমার
তা'রই নিষ্পাদনের ভিতর-দিয়ে

ক্রমোচ্ছল হ'য়ে চলে;
আবার বলি—
আত্মস্বার্থের চিন্তা করতে যেও না,
ঐ চিন্তা তোমাকে
ঐ প্রবৃত্তি-গহ্বরেই
আটক ক'রে রাখবে,
উচ্ছল উদ্দীপনায়
তোমাকে সাত্বত ধৃতিমান
ক'রে তুলবে না,
সঙ্গে-সঙ্গে অন্যের বেলায়ও
তা'কে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলবে;
প্রার্থনার বীজই হ'চ্ছে—
ইষ্টচিন্তা
আর ইষ্টার্থ-নিষ্পাদনী অকাট্য
উর্জ্জী সম্বেগ,
আর, তোমার সত্তায়
তাঁ'র শুভ-পরিবেষণ—
সব দিক্-দিয়ে,
সব রকমে;
তাই, প্রার্থনারত থাক,
আর, সবাইকে সেই সংস্রবে
সংস্রবান্বিত ক'রে তোল—
উর্জ্জনার যাজনদীপ্ত চর্য্যা-উপচারে।

১৩

ধর্ম্ম যেখানে
বিভেদ সৃষ্টি করে,
ব্যতিক্রম নিয়ে আসে,
হিংস্র ক'রে তোলে,—
তা'তে ধর্ম্মের নাম থাকলেও
ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না—
তা' সে হিন্দুই হো'ক,
শিখই হো'ক,
জৈনই হো'ক,
মুসলমানই হো'ক,
ক্রীশ্চানই হো'ক,
পারসীকই হো'ক,
আর, যা'ই হো'ক;
ঈশ্বরই বল—
খোদাই বল—
আহুর মাজদাই বল—
'গড্'-ই বল—
আর, যা'ই বল,—
তিনি চিরদিনই এক,
অদ্বিতীয়
এবং সৎ-চলনশীল,
তাই, ধর্ম্ম বা ধৃতিচলনও

এক-জাতীয়,—
যা' জীবনকে
সব সময় সম্বর্দ্ধিতই ক'রে চলে,—
যা'র লক্ষ্যই একমাত্র
ঈশ্বর—
আত্মিক উৎসর্জ্জনা,
ব্যতিক্রমদৃষ্টি সেখানে নেই,
আছে—
সাত্বত সন্দীপনী অনুচলন,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র দিকে আমরা
এগিয়ে যেতে পারি—
তদনুগ নিষ্ঠা ও আচার-আচরণে;
সাত্বত সংহতিই
ধর্ম্মের ধৃতিদীপনা,
আর, ধর্ম্মের সংস্থিতি হ'ল মৈত্রীতে—
ধৃতিবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
জীবনীয় উৎসর্জ্জনায়।

১৪

ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক
সবাইকে বলি—
দেখ—

তোমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ও ক'রে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অদম্য ইচ্ছার
উৎসারণা নিয়ে
যদি প্রতিটি যজমানের
সঙ্গতিশীল-উন্নতি-অনুচর্য্যায়
ব্যয়িত না হয়,
বাস্তব উন্নতিতে
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রে
ধর্ম্মানুচর্য্যী কৃষ্টিতে
সবাইকে যদি কৃতী ক'রে না তোল—
পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে,
বিশেষ ক'রে বলছি—
তোমাদের বর্দ্ধনার জন্য,
তোমাদের বিপন্মুক্তির জন্য
কা'রও কোন অনুচর্য্যা
উৎসারণশীল হ'য়ে
তোমাদের আলিঙ্গন ক'রে চলবে না—
বাস্তবে তোমাদিগকে
আরো উচ্ছলায় উপচয়ী ক'রে তুলতে;
তাই বলি—
ধাপ্পা দিও না,
তা'দের শোষক হ'তে যেও না,
পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলো'

তা'দিগকে—
ধারণে, পালনে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে;
আর, এমনি ক'রেই
ঐশী-প্রসাদ তা'দিগেতে উচ্ছল হ'য়ে
ঝরণার মত তোমাদিগকে
ধারণে, পোষণে, পালনে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক;
পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্য
ঐশীপ্রসাদ-নন্দনায়
তোমাদিগেতে প্লাবিত হ'য়ে
প্লাবন-উচ্ছলায়
যজমানদিগকে
শুভ-প্রাচুর্য্যে প্রভূত ক'রে তুলুক—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে;
ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, লুব্ধ-অনুচর্য্যা
ইত্যাদিকে বিদায় দিয়ে
অকপট কৃতি-নন্দনায়
কৃতার্থ ক'রে তোল তা'দিগকে,
আর, হ'য়েও ওঠ অমনতরই;
ফাঁকিবাজি চলায়
আত্মসমর্থনী গালগল্প চলে,
কিন্তু ফাঁকি হ'তে কি
রেহাই পাওয়া যায়?

১৫

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে আগে
সংগঠন ক'রে তোল,
ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হ'য়ে উঠুক
অমনি ক'রে—
বাক্যে, ব্যবহারে চলনে, চরিত্রে;
সার্থক-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়
সাত্ত্বিক পোষণ-প্রভাবে
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
সংঘটক বা সংগঠক হ'য়ে উঠবে।

১৬

আজগুবী ধর্ম্মমত্ততা নিয়ে
আজগুবী তত্ত্বের অবতারণা ক'রে
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলার মত
আত্মপ্রতারণা কিছুই নেইকো;
ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
নিজের মত ক'রেই অন্যকে
ধারণে, পালনে, পোষণে
কৃতিসন্দীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তোলা,

আর, যে-উপায়ে
যেমন ক'রে তা' হয়,
সন্ধিৎসু বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
ধীর অনুবেদনায়
সেগুলিকে দেখে-বুঝে
তেমনি ক'রে চলা—
সুযুক্ত সার্থকতায়
সুসম্বদ্ধ কৃতিচর্য্যা নিয়ে;
চল এমনতর,
সুখী হবে,
অন্যকেও সুখী করতে পারবে;
ফাঁকিবাজী দাম্ভিক ধার্ম্মিকতায়
সাত্বত ধৃতি নাই,
তোমার সত্তার কোন ফয়দা নাই,
আর, তা'কে জীবনধর্ম্মও বলে না;
যা' করতে
যেমন ক'রে যা'-যা' করতে হয়,
আর, যেমন ক'রে
যা' হয় ও থাকে—
তা'ই করাই তা'র ধর্ম্ম,
আর, তা'র জন্য
যে ধৃতি-অনুবেদনা,
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত মদির আকাঙ্ক্ষা,
সার্থক মাঙ্গলিক অনুনয়নে

ধারণ-পালন-পোষণা—
তা'ই হ'চ্ছে আসল ধর্ম্ম-অভিনিবেশ;
তাই, আবার বলি—
ধর্ম্মের নামে কতকগুলি
অপধর্ম্মের সৃষ্টি ক'রে
নিজে ফাঁকে প'ড়ো না,
অন্যকেও ফাঁকিতে ফেলো না,
তা'তে সাত্ত্বিক শুভ-সম্বর্দ্ধনা নাই;
আর, যা'তে তা' নাই
তা' করা মানে—
জীবনকে বঞ্চিত ক'রে তোলা,
আর, পাপ মানেও তা'ই;
তাই, তথাকথিত ধর্ম্ম
ধর্ম্ম নয় কিন্তু,
তা'কে যা'রা ধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করে—
তা'রাও ধার্ম্মিক নয় কিন্তু,
অন্ততঃ সাত্বত-ধর্ম্মী নয়কো।

১৭

যেখানে দেখবে—
কেউ যশ বা মান-লিপ্সু,
তা'র পন্থা ব্যতিক্রমদুষ্ট,
ব্রত-বিপর্য্যয়ী, সন্ধিৎসাহারা,

অনুৎক্রমণশীল,
ধৰ্ম্মলিপ্সা
দাম্ভিক ও আত্মগৌরবী,
বেত্তা-পুরুষ বা আচার্য্যদেব যিনি
তাঁ'কে লুব্ধ ক'রে
পরখ ক'রে
কাজ হাসিল করবার প্রয়াস,
নিজের চাহিদা পূরণের জন্য
আচার্য্যের অলৌকিক মহিমা নিরূপণে
আগ্রহ,
কিন্তু আচরণের ভিতর-দিয়ে
তপশ্চর্য্যাকে বাস্তবায়িত করতে অনিচ্ছা,—
তেমনতর স্থলে
দীক্ষা দিতে যেও না,
বরং হৃদ্য বান্ধবতা নিয়েই চ'লো,
অমনতর স্থলে
তা'দের অধ্যাত্ম উন্নতি হ'তে
কমই দেখা যায় প্রায়শঃ;
যাজন-বোধনায়
আগে তা'দের বুঝ বা বোধকে
পরিচ্ছন্ন ক'রে
অলস-অলৌকিকতার যতরকম
চাহিদা আছে
সেগুলিকে মুক্ত ক'রে নাও—

তবেই তো দীক্ষা!

মনে রেখো—
দীক্ষা-ব্যতিক্রম
জীবনের কেন্দ্র-ব্যতিক্রমেই সাহায্য করে,
যা'তে যা'র ভাল হয়—
তা' করতেই চেষ্টা ক'রো,
আর, তাই-ই শ্রেয়;
আবার, সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে
কেউ যদি দীক্ষা নেয়ও,
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবনত তৎপরতায়
নিদেশগুলির বিহিত অনুশীলনে
দক্ষ হ'য়ে উঠবার দায়িত্ব
কিন্তু তা'র নিজেরই,
কারণ, ব্যক্তিগত অনুশীলন ছাড়া
যোগ্যতা বা উন্নতিলাভ
সুদূরপরাহত;
তিরস্কারকে যা'রা
সহ্য ক'রে চলতে পারে—
অনুবর্ত্তন-তৎপরতায়,—
পুরস্কার তো তাদেরই,
প্রকৃতির উৎসুক অবদান
তা'দের জন্যই তো অপেক্ষা ক'রে থাকে।

১৮

ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের
ভাবালু অর্চ্চনা
লাখ কর না কেন,
সক্রিয় তৎপরতায়
তোমার উপাসনার উদ্দেশ্যকে
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে যদি
তুলতে না পার,—
সে-অর্চ্চনা
বাস্তবে অর্চ্চিত হ'য়ে
অর্জ্জন-সৌষ্ঠবে
সুমূর্ত্তই হ'য়ে উঠবে না—
উপাদান ও উপকরণের
শুভ-বিনায়নায়;
তাই, উপাসনা যদি তোমার
উপযুক্ত অনুশাসন-বিনায়িত হ'য়ে
লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত ক'রে না তোলে,—
অমনতর অব্যবস্থ উপাসনা কিন্তু
বিলক্ষণ অনাসৃষ্টিরই
আমদানি ক'রে থাকে প্রায়শঃ।

১৯

শ্রেয়-আশ্রয়-আসক্তি
তোমার জীবনে যেন
অদম্য অটুট হ'য়ে থাকে,
তোমার অশ্রেয় আচরণ
কখনও যেন তা'কে
ক্ষুব্ধ ক'রে না তোলে;
শ্রেয়তমে পুরশ্চরণ কিন্তু
শ্রেয়-বৰ্জ্জন নয়কো,
বরং তাঁ'র আপূরণীই হ'য়ে থাকে তা',
ওঁতে তোমার অন্তঃস্থ যোগাবেগকে
সুনিবদ্ধ ক'রে ফেল,
যে-নিবন্ধনা কেউ কিছুতেই
ছিন্ন করতে না পারে—
স্বার্থ-সংক্ষুধ প্রবৃত্তিকে
উস্‌কে দিয়ে
সটান বা ক্রূর কুটিল সংঘাতে।

২০

নিজেরই মত ক'রে
বিহিত বিচক্ষণ-বিনায়নে
অন্যকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ধারণে-পোষণে-দানে
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলার
যে আপ্রাণ আকূতি
তা' কৃতি-উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে
সুদীপ্ত ক'রে তোলে—
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে,
ধর্ম্মের
অবয়বই তো সেইখানে,
ধর্ম্মকে পূজা করতে গেলে
অমনি ক'রে পূজা করাই
মানুষকে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
সহজ কথায়—
এই যা' আমি বুঝি;
শিষ্ট
অভিসারিণী উৎসর্জ্জনায়
ক'রে দেখ—
কী হয়!

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

২১

যে
কোন বিষয় বা ব্যাপারকে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তৎপরতায়
সংঘটন ক'রে তুলতে পারে—
সুনিষ্ঠ আদর্শ-প্রাণন-নিবন্ধনায়,
সে কিন্তু বাস্তব সংগঠক;
আর, কোন ব্যাপার বা বিষয়ের
প্রস্তুত ভূমিতে দাঁড়িয়ে
নিবিষ্টতা নিয়ে
তা'র কর্ম্ম-পরিচালন ক'রতে
যে পারে,—
সে কিন্তু সংগঠক নাও হ'তে পারে,
বরং তৎ-কর্ম্ম-নির্ব্বাহী সেবক সে,
—যে সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নন্দিত প্রসাদ উপভোগ ক'রে
আত্মপ্রসাদের বাহবায়
নিজেকে হয়তো সংগঠক ব'লে মনে করে
সে;
তাই, যদি সংগঠক হ'তে চাও,—
তবে, বিষয় বা ব্যাপারকে
সার্থক সঙ্গতিতে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে

শুভ-বিনায়নে
উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত কর—
যে-ভূমির পরিচর্য্যায়
আদর্শানুগ পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে
স্বতঃ-অর্জ্জনে
প্রসাদনন্দিত হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, ঐ অভ্যস্ত কৃতি-দীপনাই হ'চ্ছে—
তোমার সংগঠনত্ব।

২২

তুমি যাজনই কর,
আর প্রার্থনাই কর,—
তা' যতক্ষণ
বাস্তব কর্ম্মের মধ্য দিয়ে
ফুটন্ত না হ'য়ে উঠল—
সমস্ত পরিবেশকে স্পর্শ ক'রে,—
ততক্ষণ তা'
অর্থান্বিতই হ'য়ে উঠবে না।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

২৩

প্রকৃষ্ট চলনকে অভিঘাত ক'রে
যা'রা প্রার্থনা ক'রে
কেল্লা ফতে করতে চায়,—
প্রার্থনা কি সেখানে
অর্থ বহন ক'রে থাকে?
সার্থকতায় কি আসে?

২৪

প্রার্থনা মানেই হ'চ্ছে—
প্রকৃষ্টভাবে
সার্থক অনুচলনে চলা,
প্রার্থনা-পদ্ধতি মানেও হ'চ্ছে—
সার্থক অনুনয়নে
অনুনীত হওয়া—
আবেগ-উচ্ছল আহুতিতে;
তাই, সার্থক হও,
সাম্য-অনুচলনে চল,—
শরীর, মন ও কর্ম্মের
সমান্তরাল অনুগতি নিয়ে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

২৫

আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা—
যা'রা উপযুক্ত ঋত্বিক্,
লোকপালী আগ্রহে
অনুচর্য্যী আকৃতির
দীপন-প্রভাবে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
মানুষকে
বৈধী-বিনায়নে বিনায়িত করাই
যা'দের জীবনের সার্থক নন্দনা হ'য়ে
তা'রই তৃষ্ণাতুর ক'রে তুলেছে,
সাত্বত অনুচলনই যা'দের
নিষ্ঠানন্দিত জীবন-আকৃতি,
ঐ নীতিবিধির ব্যত্যয়ী যা'-কিছু
তা' যা'দের প্রলুব্ধ ক'রতে পারে না,
বা বিভ্রান্ত ক'রতে পারে না,
পরার্থ-পরিপূর্ত্তির ভিতর-দিয়ে
যা'দের স্বার্থ
মলয়-বিকিরণায়
সুনন্দিত হ'য়ে ওঠে,
চিন্তা ও চলন যা'দের
ইষ্টনিষ্ঠ লোককল্যাণস্রোতা,
কৃতি যা'দের অন্তঃস্থ ঐশ্বর্য্যকে

ভৈরব-সুরে
মাভৈঃ-প্রস্বস্তি নিয়ে
উচ্ছল ক'রে তুলেছে,—
এমনতর যা'রা লোকযাজ্ঞিক,
কল্যাণ-আহুতির স্বস্তিপ্রসাদ
যা'দের ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তায়
উপচে ওঠে,
তা'দের প্রত্যেকে যদি
অন্ততঃ
একজন দক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানবিৎ (ইঞ্জিনীয়ার),
একজন উপযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ—
যিনি স্বাস্থ্য ও সদাচার-বিজ্ঞানে
সিদ্ধহস্ত,
একজন দক্ষ কৃতিপরায়ণ কৃষিবিজ্ঞানবিৎ,
একজন সুচতুর আইনবিদ্যাবিৎ,
প্রাকৃতিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন—
এমনতর একজন বিজ্ঞ
শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক,
কুটিরশিল্পবিশারদ—
এমনতর একজন দক্ষ শিল্পী,
একজন দক্ষ কারিগরী-বিশারদ,
একজন কৃতি-কুশল বৈজ্ঞানিক
ইত্যাদি

লোকচর্য্যায় যাঁরা বিশারদ,
হোতা,
এমনতর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে
একটা গুচ্ছ সৃষ্টি করেন—
অবস্থামত যেখানে যেমনতর
যে ক'জন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন
তা'ই নিয়ে,
ও যা'র যেমন সঙ্গতি
তদনুক্রমেই ঐ সেবাকার্য্য
পরিচালনা করেন,
এবং শাসনসংস্থার তাঁবেদারে
না থেকে
বরং যথাসম্ভব
তা'র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের
সহযোগী হ'য়ে
ঐ নিয়ে লেগে থাকেন,
যেখানে যা'র অভাব
ঐ তা'দের সহিত নিজে
বিহিত অনুসন্ধানে
কারণ নির্ণয় ক'রে
প্রতিবিধান-তৎপর হ'য়ে
উপযুক্ত পরিচর্য্যায়
তা'কে অভাব-মোচনে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারেন—

সব দিক-দিয়ে, সব ভাবে,
সাত্বত অনুনয়নে,—
তা' কিন্তু বাঞ্ছনীয়,
সবার পক্ষে আদরণীয়,
পরম মঙ্গলপ্রসূ;
এই সব কাজে
বহুর কায়িক শ্রম যেখানে প্রয়োজন,—
তা' স্থানীয় লোকদের ভিতর-থেকেই
সংগ্রহ ক'রতে হবে—
তা' যতটা সম্ভব,
এতে হাতেকলমে ক'রে
তা'রাও বিভিন্ন বিষয়ে
শিক্ষালাভ ক'রতে পারবে;
লক্ষ্য রাখতে হবে—
ঐ বিশেষজ্ঞরা যা'তে
ইষ্টনিষ্ঠ যাজনমুখর হয়,
আর, এদের খরচ-বরচ—
জীবন-চলনার ব্যবস্থা
সাধারণতঃ
ঋত্বিকের স্বীয় অবদান হ'তে
যথাসম্ভব চালাতে চেষ্টা করা উচিত,
আর, কেউ যদি নন্দিত হ'য়ে
এদের জন্য
ইচ্ছানুরূপ কিছু দান করেন,—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তা'ও গ্রহণ ক'রতে পারা যায়,
কিন্তু এদের কা'রও মাহিনার চাকর হওয়া
কিছুতেই সমীচীন মনে হয় না;
ঐ উপযুক্ত যা'রা—
এমনিভাবে ওদের নিয়ে
একটা গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
সাত্বত নীতির পরিচর্য্যায়
নিজেকে অটুট রেখে
ঋত্বিক্
তা'র যাজক, অধ্বর্য্যু ইত্যাদি
সমভিব্যাহারে
সবাইকে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
প্রভাবিত ক'রে
কৃতিপ্রিয় ক'রে তুলবেন—
যা'কিছু অমঙ্গল ও অসৎকে নিরোধ ক'রে,
হৃদ্য স্থৈর্য্যানুশীলনী অনুচর্য্যায়,
—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের
বৈশিষ্ট্যানুগ সেবার দ্বারা
গণ-সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলবেন—
কৃষ্টি ও সংস্কৃতির
সার্থক সঙ্গতিশীল পরিবেষণে,
আদর্শ, ব্যষ্টি ও পরিবেশের
সার্থক সমন্বয়ে,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সহকর্ম্মীদের সাথে
দায়িত্বপূর্ণ সামগ্রিক সঙ্গতি নিয়ে
পারস্পরিকতার লীলায়িত
সৌহার্দ্দ্য-সঙ্গমে
ইষ্টায়নী সংহতিকে সলীল ক'রে;
অভাব, দুঃখ, দুর্দ্দশা যেখানে—
ঐ গুচ্ছ-সহচর নিয়ে
সেখানে তো তিনি থাকবেনই,
তা' ছাড়া, বাহ্যিক অভাব-দুঃখ
যা'দের নাই,
অথচ অন্তর-সম্পদের অভাব যেখানে,—
সেখানে তিনি এমনভাবে কাজ ক'রবেন
যা'তে অন্তর-বাহির সব দিক-দিয়েই
তা'রা প্রবুদ্ধ ও পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে;
তবেই তো লোকসেবা!
তবেই তো ধৃতিমুখর সার্থক
যাজনদীপনা!
তবেই তো সেখানে
সিদ্ধকাম হ'য়ে উঠতে পারে
সাত্বত পূজার
সত্তাপোষণ-যজ্ঞের যাগ-আহুতি!
আর, ঐ যজ্ঞতিলক-পরিশোভিত ক'রে
অমনতর কৃতিদীপনায়
মানুষকে মুখর ক'রে তুলতে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পারবেন যাঁ'রা,
তাঁ'রাই তো দেবমানুষ!
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
মানুষকে উচ্ছল ক'রে
সলীল প্রতিভায়
সুন্দরে
পারগতার পারিজাতবাহী হ'য়ে
নিজেকে ধন্য ক'রে তুলতে পারবেন
তাঁ'রা,
—যে ধ্বন্যাত্মক ধ্বনন
প্রতিটি হৃদয়ে
উৎক্রমণী উদ্দীপনায়
প্লাবন সৃষ্টি ক'রে চ'লবে;
তাই বলি—
ঋত্বিক্!
তুমি জাগ,
মানুষের ভিতর দেবদ্যুতিবাহী হ'য়ে
দেবদূতের মত
প্রতিটি ঘরে-ঘরে
স্বস্তি-সঙ্গীতের সামছন্দকে
বিলিয়ে দিয়ে
কৃতকার্য্যতায় সকলকে
সফল ক'রে তোল—
উদ্বর্দ্ধনার উদাত্ত আহ্বানে;

আবার বলি—
তুমি জাগ,
এখনও ওঠ,
ঐ স্বভাব নিয়ে
ঐ কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দাও,
আর, তোমার ঝম্প
প্রীতিরঙের রঙ্গিল অনুকম্পায়
সবাইকে উত্থানে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি;
বিধির ব্যতিক্রম ক'রো না,
বিধাতা তাঁ'র আশীর্ব্বাদ-সঙ্গীত
তোমার অন্তরে
চিরজাগ্রত ক'রে রাখুন,
তোমার সত্তা
আশিস্‌গানের কুশল-স্রোতে
দুনিয়াকে কুশলকৌশলী ক'রে তুলুক।

২৬

তুমি ঈশ্বর-প্রীতিপরায়ণ,
তাঁ'র উপাসনা তোমার ভালও লাগে,
অথচ আপসোস করছ
তোমার উন্নতি হ'লো না,

তা'র মানেই হ'লো—
তোমার ঈশ্বরপ্রীতি বা উপাসনা ঈশ্বরের জন্য নয়,
অন্য কিছুর জন্য;
তাই, ঈশ্বর-উপাসনা কর,
অথচ হৃদ্য চরিত্রবান্ হ'য়ে উঠতে পারলে না—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে—
প্রীতি-অনুচর্য্যায়,
বোধায়নী বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
সুসঙ্গত সন্ধিৎসু পরিপ্রেক্ষায়,—
তা'র মানেই
ঈশ্বরকে মৌখিকভাবে ভালবাস তুমি,
আর, উপাসনাও কর তেমনি,
তাই, তাঁ'র অনুগ্রহ দীপ্ত হ'য়ে ফুটে উঠলো না
তোমার চরিত্রে,
আর, চরিত্রও তোমার
অমনতর সুসঙ্গত সৌকর্য্যে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠল না;
তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠার বেচাল চালে চলেছ—
ঈশ্বর-প্রীতির বাহানা নিয়ে,
তাই, তুমি লোক-সত্তাপোষণী হ'য়ে উঠতে পারলে না—
অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ইষ্টার্থ-অভিদীপনায়;
আবার, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা করছ,
অথচ মানুষের সানুকম্পী বান্ধব

হ'য়ে উঠতে পারলে না,
মানুষের স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারলে না,—
সত্তাস্বার্থ-পরিপোষণের জন্য
মানুষ যেমন স্বতঃস্বেচ্ছ অনুপ্রেরণায়
প্রিয়জনকে তা'র কর্ম্মমুখর আহরণ
উপঢৌকন দিয়ে
তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,
দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে,
তেমনি-ক'রে দিয়ে, ক'রে
কাউকে আগলে ধরলে না—
ঐ স্বার্থসঙ্গত চরিত্র নিয়ে,
মানুষ-সম্পদ্‌কে অবজ্ঞা ক'রে
টাকাকড়ি, বিষয়-আশয়, ঘর-বাড়ীকে
সম্পদ্ ব'লে আঁকড়ে ধরলে,
তা'র ফলে কিন্তু
মানুষ-সম্পদ্ হ'তে বঞ্চিত হ'লে তুমি,
মানুষের সমবায়ী অনুচর্য্যা
তোমা হ'তে বিরত হ'য়ে উঠলো,
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠলে তুমি—
ঈশ্বরোপাসনার বাহানায়,
আত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক
সুসঙ্গত অভ্যুত্থান তোমার হ'য়ে উঠলো না,
যা'র উপর দাঁড়িয়ে

অবিরল আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়
শ্রমীর শ্রান্তি দূর ক'রতে পার,
কাতরকে আশায় উদ্দীপ্ত ক'রতে পার,
দরিদ্রকে যোগ্যতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পার,
শোকার্ত্ত আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিয়ে
অবলম্বন হ'য়ে উঠতে পার,—
তা'র কিছুই করলে না তুমি,
কিছুই হ'লো না তোমার;
তাই, ঈশ্বর-বাহানায় যদিও চল,—
ইষ্টার্থ-অভিদীপনা নিয়ে
ইষ্টবেদীমূলে ঈশ্বরপরায়ণ হ'য়ে
তোমার উপাসনা তাঁ'কে স্পর্শ করেনি,
'নেই কেউ', 'হ'ল না কিছু'—ইত্যাদি রব তোলা
তোমার জপমালা হ'য়ে উঠেছে,
'হা হতোঽস্মি'র কাতর ক্রন্দন
তোমার একমাত্র অবলম্বন হ'য়েছে,
যা'-দিয়ে মানুষের হৃদয়কে
এখনও আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা ক'রছ;
ঈশ্বর-বাহানার ফাঁকিবাজি ক'রে
ঈশ্বরের নামে
তোমাকে এতদিন ফাঁকি দিয়েছ,
তাই, সসম্মানে ফাঁকিকেই পেয়েছ;
যদি এখনও ফের,
তোমার জীবনের পূর্ব্বাকাশে

সূর্য্যোদয় হয়তো দেখতে পাবে অবিলম্বে,—
আত্মনিয়ন্ত্রণে চলার বেগ যেমনতর—
তত সকালে বা দেরীতে;
মনে রেখো,
ঈশ্বরকে ভালবেসে
তাঁ'র জন্য তুমি যেমন হবে,
তাঁ'কে যেমন দেবে—
সক্রিয় আত্মনিবেদনে,
ঐ বেগবতী ভক্তি
তোমাকে তা'র হাজার গুণ উপঢৌকন দেবেই,—
যদি সে-দান প্রত্যাশারহিত হয়,
স্বতঃস্বেচ্ছ হয়,
আর, আত্মপ্রতিষ্ঠা
বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য না হয়।

২৭

ঋত্বিক্!
তুমি জাগ—
আবার জাগ,
দুর্দ্দশার ডাইনী-প্রলোভনে
মোহমুগ্ধ হ'য়ে আর থেকো না—
পেছনের চৌম্বক টানে,
ইষ্টার্থ-পরায়ণ অনুজ্ঞাই

তোমার জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক,
ইষ্টানুগ নৈতিক চরিত্র, বৈধী চলন
তোমার বাক্য, ব্যবহার, আচার ও আত্মনিয়মনে
ফুল্ল প্রভা বিকিরণ করুক;
মুহ্যমান যা'রা, ম্রিয়মাণ যা'রা,
সুকেন্দ্রিকতায় সংন্যস্ত না হ'য়ে
আত্মপ্রত্যয়হীন যা'রা,
ব্যক্তিত্ব যা'দের বিবশ, বিচ্ছিন্ন, ব্যতিক্রান্ত
তোমাদের জীবনে সেই স্বর্গীয় প্রভা
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠে
তা'রাও মোহান্ধকার-বিমুক্ত হ'য়ে উঠুক,
ব্যক্তিত্ব তাদের সংহত হ'য়ে উঠুক,
পরিবেশে তা'রা সংহত হ'য়ে উঠুক,
সমাজ ও রাষ্ট্রে তা'রা সংহত হ'য়ে উঠুক,
তোমাদের ঐ বিভা-বিজৃম্ভী
আলোক-বিকিরণায় উদ্ভাসিত হ'য়ে;
তোমাদের প্রতিটি চাহনি,
প্রতিটি নিঃশ্বাস,
প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিটি অন্তরে গেয়ে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
একানুধ্যায়ী আত্মার সক্রিয় সানুকম্পী
আবাহনী-মন্ত্রে;

সবাই সুখে থাকুক, স্বস্তিতে থাকুক,
সম্বর্দ্ধনার সহিত
সুসচ্ছল সুদীর্ঘ আয়ু উপভোগ করুক;
তা'দের ঐ সংহতি-সমন্বিত স্বস্তি,
উদ্‌গতির সম্বর্দ্ধনী সুদীর্ঘ আয়ু
তোমাদিগকেও স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা ও আয়ুতে
অমর ক'রে তুলুক।

২৮

দীক্ষা বিদ্যারই পবিত্রীকৃত অভিদীপনা
যা' মানুষকে স্বাধ্যায়ী অনুচর্য্যী ব্রতে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুবর্ত্তনায়
বোধায়নী অনুশীলনে
বিবর্ত্তনের পথে
বিবৃদ্ধিতে বিকাশ-বিভায় চলৎশীল ক'রে—
সুসঙ্গত দর্শন-পরিক্রমায়
সংশোধিত সুসংহত সম্বোধির
অধিকারী ক'রে।

২৯

তুমি যেখানেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
বা যে মন্ত্রেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
তিনি যদি আচার্য্য, তত্ত্বদ্রষ্টা,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে থাকেন,
দুনিয়ায় অমনতর যত যিনিই থাকুন না কেন,
তাঁ'দের মধ্যে স্তর-ভেদ থাকলেও
বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁ'রা তোমার সেই গুরুই;
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকেন
তা'হলে তোমার দীক্ষা
তোমাতে দক্ষ হ'য়ে উঠবে না—
এ অতি নিশ্চয়,
কিন্তু পুরুষোত্তম যখনই আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
তিনি চিরদিনই এক—অদ্বিতীয়—
তা' বাস্তবে—
তত্ত্বতঃও।

৩০

প্রাক্‌দীক্ষা মানে
অচ্যুত সুনিষ্ঠার সহিত
বাক্য ও অন্তরের দ্বারা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়তে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ হওয়া,
অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁ'কে তখনও
গ্রহণ করা হয়নি;
আনুষ্ঠানিক দীক্ষা মানে
বাক্যে, ব্যবহারে আনুষ্ঠানিকভাবে
দীক্ষা গ্রহণ ক'রে ইষ্টে নিবদ্ধ হওয়া,
আনুষ্ঠানিক অভিদীপনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
কারণ, তা' বাহ্য ও অন্তরকে
সমীচীনভাবে ইষ্টনিবদ্ধ ক'রে তোলে,
তপঃপ্রবৃত্তিকে সুষ্ঠু অভিদীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
অনুসরণীয় আচরণের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়পন্থী ক'রে তোলে,
তাই, তা' সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদ;
আর, প্রাক্‌দীক্ষা দ্বারা
অন্তর শ্রেয়ার্থ-উৎসারণায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
তদর্থানুগ আচরণে
জীবনকে প্রসারণায়
অনুচর্য্যী ক'রে তোলে,
তাই, তা' শ্রেয়প্রসূই,
দৈন্যদীর্ণও নয়,
হেয়ও নয়,
যদিও তা' সর্ব্বাংশেই ন্যূন,
কারণ, তা' আনুষ্ঠানিক অনুচর্য্যায়

পরিশুদ্ধি লাভ করেনি,
এবং পারিবেশিক স্বীকৃতিরও খাঁকতি সেখানে;
দীক্ষার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
মুণ্ডন, অভিষেক, উপনয়ন, যজন,
নিয়মগ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান, উপদেশ।

৩১

জাতীয় সংগঠনের মূল কেন্দ্রই হ'চ্ছেন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ দ্রষ্টাপুরুষ,
তিনি, প্রেরিত প্রেরণাপ্রবুদ্ধ পুরুষোত্তম,
সত্য ও সমাধানের মূর্ত্ত প্রেরণা;
সব্যষ্টি গণজীবন যত তৎপরতা নিয়ে
তড়িৎ উদ্যমে
তাঁ'তে সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে,—
গণজীবন পারস্পরিক অনুবন্ধনায় সর্ব্ব সুসঙ্গতিতে
উদ্‌গমন-তৎপর হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, তাঁ'রই অনুপ্রেরক যাঁ'রা,
যাঁ'রা নিজের জীবনকে তৎস্বার্থান্বিত ক'রে
স্বভাবকে তদনুগ উচ্ছল দীপনায়
বিনায়িত ক'রে চলেছেন—উদ্যমী তাৎপর্য্যে,—
তাঁ'রাই স্বভাব-ঋত্বিক্,
সব্যষ্টি গণজীবনের উন্নতির অগ্রদূত,
তাঁ'দের মধ্যে আবার

বৈশিষ্ট্যানুক্রমে কেউ গণ-উদ্বেলক,
অর্থাৎ তাঁ'রা
লোককল্যাণের পরিপন্থী বিশেষ-বিশেষ ব্যতিক্রমে
নিরাময়ী সৌকর্য্যে
গণদৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রে
সক্রিয় বিনায়নী ব্যবস্থায়
তা'দিগকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকেন—
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উদ্দীপনায়;
আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
কেউ-কেউ উদ্বোধক,—
যাঁ'রা তাঁ'র মতবাদের স্বাভাবিক সুব্যাখ্যায়
বোধন-সৌকর্য্যে
মানুষকে তদর্থপরায়ণ ক'রে
তৎকর্ম্মনিরত ক'রে তুলে থাকেন;
তাই, এই উদ্বেলক ও উদ্বোধক দুই-ই
গণ-উৎক্রমণী অভিযানে অপরিহার্য্য,
আর, এরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুপূরক,
আবার, বিশেষ-বিশেষ ব্যষ্টিতে ঐ দুই-ই
সমন্বয়ী তালে চলৎশীল,
আর, বস্তুত তাঁ'রাই
গণ-নেতৃত্বে গণ্য হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'দের বাক্য, আচার, ব্যবহার,
সুকেন্দ্রিক সন্দীপনাময় কর্ম্ম
মানুষকে উদাত্ত অনুবেদনায় উদ্দীপ্ত ক'রে

সক্রিয় সন্দীপনায়
যোগ্যতায় জীবন্ত ক'রে তুলে থাকে,
গণজীবনে ধর্ম্মদাতা তাঁ'রাই,—
যা'র ফলে, দেশে থাকে না দুঃখ,
থাকে না দৈন্য, থাকে না আক্রোশ,
থাকে না ব্যভিচার,
থাকে না দুরদৃষ্টের দুরতিক্রম্য পরিহাস,
ক্রমদীপনায় এগুলি তিরোহিত হ'য়ে
আসে শান্তি, আসে স্বস্তি,
আসে অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী স্বধা,
অর্থাৎ আত্মধৃতি।

৩২

যা'রা ইষ্টনিষ্ঠ,
ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায় অনুপ্রাণতার সহিত,
ধর্ম্মের কথা বলে,
হাতে-কলমে অনুসরণও করে কিছু-কিছু—
নিজের হামবড়াইকে বিনীত ক'রে—
ভ্রান্তিতে উদ্ধত না হ'য়ে—
সশ্রদ্ধ সক্রিয় সদ্ব্যবহারে
শুভ ইচ্ছায় পরিবেশের সহযোগী হ'য়ে—
ভেদবুদ্ধির গণ্ডী এড়িয়ে
মহামানবদের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দনায়,—

ঈশ্বর ও ধর্ম্মের কথা যদি শুনতে চাও
তাঁ'দের নিকটে শুনো—
মিষ্টি লাগবে,
চলতেও চেষ্টা ক'রো এক-আধ পা ঐদিকে;
সাবধানে থেকো—
ধর্ম্মের ঔদ্ধত্যপূর্ণ
আত্মম্ভরি ভ্রান্ত পরিবেষণ থেকে,
তা'তে গা ঢেলে দিও না,
তাহ'লে ভ্রান্তিই হ'য়ে উঠবে
তোমার ধর্ম্মপথ।

৩৩

যজমান-চর্য্যা

শোন ঋত্বিক্!
শোন অধ্বর্য্যু!
শোন যাজক!
শোন উদগাতা!
আমি আকুল উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে ব'লছি—
দেখো—
তোমাদের একটি যজমানও যেন
দারিদ্র্যপীড়িত না থাকে,
কেউ যেন স্বাস্থ্যহারা না হয়,
কেউ যেন অসদাচারী না হ'য়ে ওঠে,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কেউ দুর্ব্বল না হয়,
দুষ্কৃতী না হয়,
ব্যত্যয়ী চলন নিয়ে কেউ না থাকে,
কেউ যেন জাহান্নমের ইন্ধন না হয়;
অমিততেজা ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
প্রত্যেকটি পরিবার যেন
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্ম-অনুশীলনায়
স্বতঃ-নিরতি নিয়ে চ'লতে থাকে—
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির পরিপালনে
অটুট হ'য়ে;
পারিবেশিক ও পারস্পরিক অনুচর্য্যা যেন
প্রত্যেকেরই সাত্ত্বিক আগ্রহ হ'য়ে দাঁড়ায়;
তা'রা ইষ্টার্থপরায়ণ হো'ক,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী-পরায়ণ হো'ক,
ঋত-ঋত্বিক্-পালী হো'ক—
বিহিত বাস্তব অনুশীলনায়,
আজীবন অচ্যুত নিরতি নিয়ে,
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হো'ক,
সুস্থ বোধিদীপ্ত আয়ুষ্মান্ বর্দ্ধনশীল জাতকের
অধিকারী হো'ক,
একায়িত সংহত অনুচলনে
পরস্পর পরস্পরের প্রবুদ্ধ পরিচর্য্যায়
নিজদিগকে নিয়োজিত ক'রে তুলুক—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,—
পরমকারুণিক পরমপিতা
আমার এই প্রার্থনা
বাস্তবায়িত ক'রে তুলুন।

৩৪

শোন ঋত্বিক্!
শোন অধ্বর্য্যু!
শোন যাজক!
শোন যজমান-জীবনপ্রবর্ত্তক!
স্মিত শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে
কৃতি-তৎপরতায়
সন্ধিৎসু চলনে দেখতে থাক—
কোথায় কেন কেমন ক'রে
দরিদ্রতা লুকিয়ে আছে,
কে উঠতে পারছে না,
কিংবা অভাববিদ্ধ অকৃতি নিয়ে
দিন গুজরাচ্ছে,
বিকৃতি ও ব্যাধির দুরত্যয় নিষ্পেষণে
কে বা কা'রা নিষ্পেষিত হ'চ্ছে;
এমনতর দেখলে
ঝাঁপিয়ে পড় সেখানে,
তাঁ'র নামে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উদাত্ত আবেগ-উচ্ছল হ'য়ে
সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে নিরাকৃত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর;
বেগার-দেওয়ার প্রথার
জীয়ন্ত উত্থান হ'য়ে ওঠে যা'তে
তা'ই কর,
যা'রা পারগ, তা'দের কাছ থেকে
কিছু সংগ্রহ ক'রে নিয়ে
দরিদ্র, দুঃস্থ ও অর্থহীন যা'রা
তা'দিগকে হৃদ্য অনুকম্পায়
সাধ্যমত দেবার ব্যবস্থা কর—
তা'দের যোগ্যতাকে ক্রম-উৎসারণশীল ক'রে,
সমর্থ যা'রা
প্রীতি-পরিচর্য্যা-উচ্ছল ক'রে
তা'দের ঐ দানকে
উদাত্ত ক'রে তোল;
সচ্ছল হ'য়েও যা'রা ব্যয়কুণ্ঠ—
পরার্থে তা'রা সামান্য কিছু দিলেও
অশেষ ধন্যবাদে
তা'দের তামস-সঙ্কীর্ণতাকে
ক্রম-অপসৃত ক'রে তোল;
যা'দের কিছু নাই—
নিজেদের কোন স্বার্থপ্রত্যাশা না রেখে
সমবেত হ'য়ে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তা'রা যেন পরস্পর পরস্পরের
চাষবাস, ঘরবাড়ী, বাগবাগিচাগুলি
সুন্দর সুসজ্জিত ক'রে তোলে,
আয়-উচ্ছল ক'রে তোলে;
নজর রেখো—
কেউ যেন দারিদ্র্যদুষ্ট না থাকে,
অভাব-পীড়িত না থাকে;
এমনতর তৎপরতায়
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
সচ্ছল ক'রে তোল,
উচ্ছল ক'রে তোল,
অনুকম্পায় পারস্পরিকতাকে
কৃতিদীপ্ত ক'রে তোল;
অভাবের মূঢ়ভঙ্গী
কাউকেও যেন
ধুক্ষাদুষ্ট ক'রে তুলতে না পারে;
তা'রা সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টনিষ্ঠায় অঢেল হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
নিজেদের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সম্পদ্ যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক কানায়-কানায়;
যোগ্যতার যুত-অভিযান
তা'দের অন্তরে
এমনতরই স্মিত-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক

যা'তে কেউ অনুশীলনকাতর না হয়,
সমাধানী সুখসন্দীপনা
প্রত্যেককেই যেন স্মিতমুখ ক'রে তোলে,
আর, সবাই মিলে
আনন্দ-বীচি-উচ্ছলায়
গেয়ে উঠুক—
'জয়তু পুরুষোত্তমঃ,
বন্দে পুরুষোত্তমম্';
উত্তমের অশেষ আলিঙ্গনে
আশিস্‌দীপনায়
সবাই ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে
অশেষ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
অমৃত বর্ষণ করুক।

৩৫

শোন ঋত্বিক্!
শোন অধ্বর্য্যু!
শোন যাজক!
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
অন্তরের যোগনিবন্ধকে
প্রসারিত ক'রে শোন,

বোঝ,
আর, নিটোলভাবে তা'ই কর;
তোমাদের কা'রও যাজন
যেন কাউকে
ধাপ্পায় ধুক্ষিত—
বোধখঞ্জ ক'রে না তোলে,
অন্ধ অলৌকিকতার
অজ্ঞ আস্তরণে
কেউ যেন বোধক্ষুধা-বঞ্চিত না হয়;
তোমার বাক্য, ব্যবহার, নিষ্ঠা,
আচরণ, বৈধী-অনুচলন
সদাচারকে সুদীপ্ত ক'রে
মানুষকে শ্রেয়নিষ্ঠায়—
ইষ্টনিষ্ঠায়
যেন ভরপুর ক'রে তোলে;
তোমার শ্রদ্ধা মানুষকে
যেন প্রীতি-প্রেরণায়
কর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোলে,
প্রত্যেকে যেন তা'র করণীয়
প্রত্যেকটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মাচরণ-সিদ্ধ শুভ-নিষ্পন্নতায়
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে;
আর, এসব-কিছুর ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বের স্বতঃ-দীপ্ত

চারিত্রিক দীপনা
যেন তাঁদের ভিতরে
সুগভীর রেখাপাত ক'রে
তা'দিগকে অমনতরই সম্বেগী ক'রে তোলে;
শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠায়,
কর্ম্মপ্রাণতায়,
পারস্পরিক অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
পরিপুষ্টির সৃষ্টি ক'রে
যেন ইষ্ট-উৎসর্জ্জনায়
বন্দনাগীতিমুখর হ'য়ে ওঠে;
কাম, ক্রোধ, লোভ,
মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
তোমাদের জীবনের
উদাত্ত উদাহরণে
ইষ্টীতপা হ'য়ে
প্রত্যেককেই যেন
স্বর্গীয় হৃদয়ের অধিকারী ক'রে তোলে;
দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন,
বিকৃতি, জরা, মৃত্যু
যা'ই আসুক না কেন,
সবগুলির সম্মুখীন হ'য়ে
সম্বিদ্ধ না হ'য়ে
ক্রম-তৎপরতায়

তা'দের আয়ত্তীকরণে
প্রত্যেকেই যেন সুচেষ্ট হ'য়ে ওঠে;
সুখ-সন্দীপনায়
লাস্যমণ্ডিত হ'য়ে
প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের তৃপ্তির
কারণ হ'য়ে ওঠে,
উদগাতা হ'য়ে ওঠে,
তৃপ্তির বিভব-বিভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে
বিদীপ্ত ক'রে তোলে প্রত্যেককে—
সত্তানুপোষণী অনুচর্য্যায়;
আর, তা' যখন পারবে,
তখনই তোমার জীবন ধন্য;
আর, সেই পূত জীবনই অর্ঘ্য হ'য়ে উঠবে
প্রিয়পরমে, ঈশ্বরে;
অমনি ক'রেই
অমৃত-পরিবেশী হ'য়ে ওঠ,
'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'।

৩৬

শোন ঋত্বিক্!
আগে নিজেকে
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়
সম্যক্‌ভাবে আহুতি দাও,

ইষ্টার্থ-অর্থনায়
নিজেকে নিখুঁতভাবে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,
আর, আমার সুরে সুর মিলিয়ে
আকাশে তোমার দুটি বাহু
বিস্তার ক'রে বল—
কে আছ অগ্নিতপা
দেববীর্য্যবাহী
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধোৎসারিত
অদম্য সম্বেগশালী
অমৃত-আহরণী পরম যোদ্ধা!
পরাক্রম-প্রদীপ্ত প্রত্যুৎপন্নমতি!
এসো,
এখনই এসো,
আয়ুধ হাতে লও,
দক্ষ দীক্ষায় নিজেকে আহুতি দিয়ে
অমৃত-সন্ধানে লেগে যাও,
সমস্ত অজ্ঞ অলৌকিকতার
আচ্ছাদন ভেঙ্গেচুরে
প্রজ্ঞা-আলোতে
সমস্ত বৈধী-বিধায়নাকে
উদ্ভাসিত ক'রে তোল,
লোকচক্ষুর আওতায় এনে ফেল;
অভাব, অনটন, দুঃখকষ্ট,

আপদ্-বিপদ্,
অপচয়-বিপর্য্যয়,
ব্যাধি, বিকৃতি, জরামৃত্যু
ইত্যাদির কারণকে
অমোঘ সন্ধানে জেনে
নিরোধ ক'রে
উদাত্ত উৎসর্জ্জনায়
জীবনকে প্রতিষ্ঠা কর;
স্মৃতিবাহী চেতনার
তরঙ্গ-দোলনার
দোলন-বিভায়
জীবনকে অজচ্ছল ক'রে তোল,
এ মর-জগতে
অমৃত-প্রতিষ্ঠা কর;
হে হোতা!
ওগো পাবক-পুরুষ!
ওগো ঈশ্বরকোটি!
অব্যর্থ-বিক্রম!
পরাজয়কে পদদলিত ক'রে
জয়কে উল্লাসমুখর ক'রে তোল;
পারবে
এই প্রতিজ্ঞায় নিজেকে
কঠোরতপা ক'রে তুলতে?
—ক্লেশসুখপ্রিয়তার

অমর দায়িত্বে
কৃতিতপা তর্পণ-প্রদীপ
প্রতিটি ঘটে-ঘটে জ্বালিয়ে তুলতে?
যদি থাক,
এস সুর-সন্তান!
একনিষ্ঠ ইষ্টার্থ-অনুসেবনাতে
নিজেকে সংস্থিত ক'রে
এখনই লেগে যাও;
ভেবো না,
এক-লহমাও বাজে খরচ ক'রো না,
ফ'স্কে যেতে দিও না,
লক্ষ ব্যর্থতাও যেন তোমাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
অযুত দুঃখ-দুর্দ্দশাও যেন তোমাকে
নিস্তব্ধ ক'রে তুলতে না পারে;
তাই, সার্থকতার অমর-মন্ত্রে অভিষিক্ত
অমরমাল্য-সুশোভিত হ'য়ে
লোককে আলোকদীপনায়
উল্লসিত ক'রে তোল—
পরমপুরুষের আশিস্-অনুশাসনে
নিখুঁতভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে-ক'রতে,
প্রতিটি অন্তরে
জীবন-উৎসকে অমলস্রোতা ক'রে
প্রত্যেককে উপঢৌকন দাও;

ওঠ,
জাগ,
বরেণ্য যিনি বা যাঁ'রা
তাঁ'দের কাছে শোন,
বোঝ,
নিখুঁতভাবে অনুশীলন ক'রতে ক'রতে
সেই চলনেই চ'লতে থাক,
প্রার্থনা পরমপিতার কাছে—
তোমাদের জয় হো'ক—
তোমরা জিত-আয়ু হও।

৩৭

তুমিই হও আর তোমরাই হও,
পুরুষমাত্রেই
যে-ই হও না কেন,
বিশেষতঃ ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক, উদগাতা
তোমরা যা'রা
আগ্রহ-নিরতি নিয়ে
এগুলি—
যা' বলি সেগুলিকে
তোমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে
মূর্ত্ত ক'রে তোল ঃ—

১। ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
অচ্ছেদ্য আকৃতি-আগ্রহে,
অযুত আঘাতেও যেন তা' ছিন্ন না হয়;
বোধ-বিনায়িত উপচয়ী তৎপরতায়
দক্ষ-দীপনার সহিত
ইষ্টানুচর্য্যা ও ইষ্ট-নিদেশ-পরিপালন
নিজের জীবনে
প্রথম ও প্রধান ক'রে তোল—
স্মৃতি-বিনায়িত সক্রিয় চকিত বীক্ষণায়,
প্রতিটি মননে
প্রতিটি কর্ম্মে
সাত্বত তপোনিরতি নিয়ে;
ইষ্টে একনিষ্ঠতা
নষ্ট ক'রো না,
ধর্ম্ম-সাধনায়
জারবৃত্তিসম্পন্ন হ'তে যেও না,
তা'তে কিন্তু
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টতা অবশ্যম্ভাবী;
আর, যা'-কিছুর ভিতরই
তোমার যেমনতর কর্ম্মই থাকুক না কেন,
তা' যেন সাত্বত নৈবেদ্যে
ইষ্টার্থ ও সুসঙ্গতিপূর্ণ অনুশীলনে
নিষ্পন্ন করাই
তোমার অন্তর-বাহিরের
অভিনিবেশী আগ্রহ হ'য়ে ওঠে;

সমীচীন ত্বারিত্যে
তীব্র কৃতী হ'য়ো,
সৌম্য অভিব্যক্তি নিয়ে চ'লো—
কি অন্তরে, কি বাহিরে।

২। কাঠ-গম্ভীর হ'তে যেও না,
বরং তোমার সব প্রকৃতির
সমন্বয়ী নিয়ন্ত্রণে
সৌম্য হ'য়ে ওঠ—
শান্ত অনুবেদনা নিয়ে;
মেয়েদের থেকে
সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায় রেখে
চ'লবেই কি চ'লবে;
প্রীতি-আপ্যায়নাকে,
সমীচীন অনুচর্য্যাকে
কখনও ভুলে যেও না,
কৃতি-তরতরে থেকো;
আর, তোমার সান্নিধ্যে
যে-কেউ আসুক না কেন,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নায়
প্রীতি-উচ্ছল অনুচর্য্যা নিয়ে—
তা'র সব কথা শোন,
যা' ব'লবার বল,
তোমার করণীয় যা'
সেখানে তা' কর,

সে যেন হৃষ্ট-অনুবেদনা নিয়ে
হৃষ্ট অন্তঃকরণে
অন্তরে তোমার শুভ-কামনায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে যায়;
স্বতঃ-দায়িত্বে সবারই সব রকম খোঁজখবর নিও,
আবার, সর্ব্বদা জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা নিয়ে
স্বতঃ-প্রণোদনায়
লোকের সংস্পর্শে গিয়ে
আপ্যায়নী যাজন-সেবায়
তা'দের প্রবুদ্ধ ও উন্নত ক'রে তুলো—
তা' সত্তা, স্বাস্থ্য ও সংসার সব দিক-দিয়ে!

৩। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে
তীক্ষ্ণ, সজাগ ও সংযত ক'রতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
আর, মাঝে-মাঝে চিন্তা ক'রে দেখো—
তোমার ভিতরে কী কী অবগুণ বা খাঁকতি আছে,
আর, যা' ধ'রতে পার,
তন্মুহূর্ত্তেই তা'র নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে চল;
অন্যকে যেমন চাও,
অন্ততঃ তেমন হও,
আর, তোমার হওয়াই
অন্যকে হওয়াতে সাহায্য ক'রবে,
নিজে না হ'য়ে
অন্যের কাছ থেকে
কী আশা ক'রতে পার?

৪। ইষ্টার্থ-অবদান

যা’-কিছু হো’ক না কেন,
সমীচীন তত্ত্বাবধানে
আহরণ, সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন ক’রতে
ত্রুটি ক’রো না,
ও ত্রুটি কিন্তু
মানুষের সাত্বত ত্রুটিকেই
আমন্ত্রণ ক’রে থাকে;
মিতি-চলনে চ’লো,
যত বেশী উপচয়ী হ’য়ে চ’লতে পার—
তা’ই ক’রো,
শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরণে
তোমাকে যদি কেউ কিছু দেয়—
যা’ নিলে
সে খুশি হয়,
আর, তা’ যদি তোমার
নেওয়ার উপযোগী হয়,
তা’ গ্রহণ ক’রো;
মানুষকে চাপাচাপি ক’রে
তোমার নিজের জন্য
কিছু ক’রতে যেও না,
বরং যা’ পার তা’ দিও,
অমনতর নেওয়া কিন্তু
তোমার অন্তর-তর্পণার অন্তরায়।

৫। সব সময়েই
সত্তা ও স্বাস্থ্যের
সমন্বয়ী সুচলনকে
অব্যাহত রাখতে
যত্নবান থেকো,
যা'-যা' ক'রলে
তোমার সত্তা ও স্বাস্থ্য
সুস্থ থাকে—
সেগুলি ক'রো।

৬। কৃতিপরায়ণ হও—
সন্ধিৎসু সমীক্ষা নিয়ে,
একটা মুহূর্ত্তকেও
অলসভাবে খরচ ক'রতে যেও না—
উপযুক্ত বিশ্রামের সময় ছাড়া;
আর, যা'ই ধ'রবে,
যা'ই ক'রবে,
তা' যেন শুভ-সন্দীপী
নিষ্পন্নতা-প্রদীপ্ত হয়;
কথায়-কাজে যেন মিতালী থাকে,
কাউকে কথা দিলে
কিন্তু ক'রলে না—
তা' ক'রতে যেও না,
আর, হিসেব ক'রে কথা দিও—
যেমন কর বা ক'রতে পারবে,
অর্থ-বিত্তাদি সম্বন্ধেও তা'ই,

তা'তেও যেন বিশ্বস্তির
খাঁকতি না হয়;
প্রতিটি কর্ম্মের
পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে চ'লো,
কাউকে দায়িত্বের অংশীদার ক'রে
দায়িত্ব এড়াবার বুদ্ধিকে
কিছুতেই প্রশ্রয় দিও না,
সমবেতভাবে
কোন কাজ ক'রলেও
প্রত্যেকেই
সে-কাজের পূর্ণ দায়িত্ব
নিজের ব'লে গ্রহণ ক'রবে,
যে গ্রহণ ক'রবে না—
প্রত্যবায় কিন্তু তা'রই।

৭। শ্রেয়-সংহত
বা সত্তাচর্য্যী পারস্পরিকতাকে
শ্রদ্ধা ক'রো,
সমবেদনার সহিত
যথাসম্ভব তা'র অনুচর্য্যা করো,
কেউ যদি অন্যায্য কিছু
করে বা বলে,
বিনয়পূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে
শৌর্য্য-সন্দীপনায়
তা' নিরোধ ক'রো,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সে-নিরোধে যেন
আপ্যায়িত হয় সে,
সুখী হয় সে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
হীনপ্রভ হ'তে দিও না—
বীর্য্যবান সাধু নিয়ন্ত্রণে;
আর, সব পরাক্রমই যেন
সৌম্যোদ্দীপ্ত, হৃদ্য ও পরিচ্ছন্ন হয়;
দ্বন্দ্ব-সংঘাত যদি
কোথাও উপস্থিত হয়
বোধ-বিচক্ষণতার সহিত
তা'র খবর নাও,
আর, তা' হ'তে যা'তে
সংঘাত-বিধ্বস্ত যা'রা
সহজেই রেহাই পায়,
সমীচীন অভিনিবেশের সহিত
সেগুলি নিষ্পন্ন ক'রবেই কি ক'রবে—
সজাগ সতর্কতা নিয়ে;
আর, সমবেত সংহতি
যা'তে অচ্যুত ধৃতি নিয়ে
চলৎশীল থাকে—
ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জনায়,
কৃতিমুখর উৎসবে,—
তা'র প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দিও,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আর, যখন যা' করণীয়
তখনই তা' নিষ্পন্ন ক'রো;
দুষ্ট মুহূর্ত্তকে অবসর তো দেবেই না,
যা'তে তা'র
নিমেষেই নিরাকরণ ক'রতে পার,
তা' ক'রো;
এই নীতি-তপ-অরুণিমায়
অনুরঞ্জিত হও,
অচ্ছেদ্য নিষ্ঠায়
পরিপালন কর,
আপালিত হবে—
প্রাপণায় পরিস্রুত হ'য়ে;
ক'রবে?
পারবে?
করাই চাই,
পারাই চাই,
উন্নতির স্থণ্ডিলই কিন্তু ঐ।

৩৮

অন্যের হীনম্মন্য, প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ অবিশ্বস্ত দুর্ব্যবহার,
কৃতঘ্ন আঘাত, অবজ্ঞা ও প্রতারণায়
বা তৎকর্ত্তৃক স্বীয় সততা ও শুভেচ্ছার
অন্যায্য সুযোগ গ্রহণে,

মানুষের মনে যে রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা
বা আঘাতের সৃষ্টি হয়,
অথচ যা'র প্রতিক্রিয় অভিব্যক্তি হয় না,
তা' মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষ-গহ্বরে
নিহিত ও সঞ্চারিত হ'য়ে
যেমনভাবে যে বিধানকে
অসমঞ্জস বিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
তা'র মানসিক ও যান্ত্রিক বিকারও
তেমনি ক'রেই আত্মপ্রকাশ করে,
বেদনা-বিক্ষুব্ধ দীর্ণ হৃদয়
তা'র জীবনকে বিষাক্ত বেদনায়
অতিষ্ঠ ক'রে তোলে;
তাই, তুমি যদি কাউকে অমনতর বেদনাপ্লুত
ক'রে থাক,
প্রার্থনা বা উপাসনা-মন্দিরে ঢোকবার আগেই
ঐ বেদনার উপশম ঘটিয়ে
তা'কে আগে স্বস্থ ক'রে তোল,
তারপর ঐ মন্দিরে
আত্মপরিশুদ্ধির জন্য
ঈশ্বরের কাছে উপাসনা ক'রো,
নয়তো, যা'কে আঘাত করেছ,
তা'কে তো দুর্দ্দশায় নিপাতিত করেছই,
আরো ঐ সংঘাত
তোমার শৌর্য্য বা স্বাভাবিক সহজ-চলনকে

যে-কোন মুহূর্ত্তে সাংঘাতিক আঘাত ক'রে
তোমার পাপের পরিণামকে প্রতিষ্ঠা করতে
কসুর করবে না এতটুকুও,
লাখ আপসোসেও
তা'র নিরাকরণ ক'রতে পারবে কিনা সন্দেহ।

৩৯

দক্ষতা কথার মানেই হ'চ্ছে
বৃদ্ধির পথে গতিবেগ,
ত্বরিত-চলন,
আর, একে যা' ব্যাহত করে
তা'কে নিরোধ করা, হিংসা করা,
অপসৃত করা;
এই দক্ষ হবার উৎসুকী-আবেগ থেকেই আসে
দীক্ষার প্রয়োজন,
আর, দীক্ষা মানেই হ'চ্ছে
কেন্দ্রানুগ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
আচরণসিদ্ধ দক্ষ সৎ-আচার্য্যের কাছে
ঐ দক্ষ হবার তুক-গ্রহণ,
মন্ত্র-গ্রহণ,
তা'রই উপদেশ ও নিয়ম-গ্রহণ;
দক্ষ ও ক্ষম হ'তে গেলে
ঐ কেন্দ্রানুগ অনুরাগ-নিবন্ধনায়

নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে তুলতেই হবে,
নচেৎ, বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
ক্ষামত্বে আত্মবিলয় অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে;
আবার, ঐ দীক্ষা যা'তে দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
তদনুবেদনী অনুশীলনাই হ'চ্ছে দক্ষিণা,
যা'র অনুষ্ঠান থেকেই আসে
তদনুগ অনুনয়নী আবেগের সক্রিয় সন্দীপনা,
দক্ষতার প্রাথমিক প্রেরণা;
তাই, দীক্ষা নিয়ে
আত্মপ্রসাদী অনুবেদনায়—
যা' হ'তে দীক্ষা নিচ্ছ,
তাঁ'র প্রতি যে আনতি-অবদান-অর্ঘ্য
তাই-ই দক্ষিণা,
কারণ, ঐ দক্ষিণাই
সেই চলন-সঞ্চারিণী আচরণ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
এই দক্ষতার সম্বেগ
ক্রম-অনুশীলনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
অবদান-অর্ঘ্য-তৎপরতায়,
আত্ম-নিয়মনী অনুশাসন-অনুধ্যায়ী চলনার ভিতর-দিয়ে;
তাই, এর ভূমিই হ'চ্ছে দাক্ষিণ্য,
অর্থাৎ ইষ্টানুকূল সৌজন্য
ও ঔদার্য্যপূর্ণ সরল অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
বর্দ্ধন-সম্বেগী অনুদীপনায়

উৎসর্গ-অবদানে নিজেকে
যোগ্য ক'রে তোলা,
তৎপর ক'রে তোলা,
বিনায়িত ক'রে তোলা,—
বাস্তব সক্রিয়-সন্দীপনী তৎপরতায়;
এই দাক্ষিণ্য-দক্ষিণায়
নিরত না হ'য়ে
যে যেমন বিরত,
তা'র গতিবেগও তেমনি মন্থর বা বিরত;
তাই, যদি দক্ষই হ'তে চাও,
তোমার জীবনে দীক্ষাকে সার্থক ক'রে তোল—
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপরতায়,
দৈনন্দিন আত্মনিয়মন-অবদান-দক্ষিণায়,
দাক্ষিণ্যের হোম-হবিঃ প্রক্ষিপ্ত ক'রে,—
সিদ্ধি স্বাগতম্-অভিনন্দনায়
তোমাদের সার্থক ক'রে তুলবে;
ঈশ্বরই দক্ষ-সম্বেগ,
ঈশ্বরই বিধি-বিস্রোতা নিয়মন-অনুশাসন,
ঈশ্বরই সঙ্গতি,
ঈশ্বরই সিদ্ধি,
ঈশ্বরই পরম সিদ্ধিদাতা।

৪০

অসৎ যা',
অর্থাৎ সত্তার আপদ যা',
তা'কে নিরোধ কর,
পার তো, সত্তা-সম্পোষণায় সম্মিলিত ক'রে তোল,
আর, সৎ যা', সত্তাপোষণী যা'
তা' অবিন্যস্ত ক্রমসম্পন্ন হ'লেও
পরিপালন কর,
বিন্যাসে দৃঢ় ক'রে তোল তা'কে—
সুসঙ্গতি নিয়ে, সার্থকতায়,
শুভসন্দীপনী গণচর্য্যার মৌলিক পন্থাই ঐ।

৪১

শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে
'ঈশ্বর! আমায় দয়া কর,
বা, ঈশ্বর! আমার কী হ'লো?'
বা, এমনি গুটিকতক বুলি আওড়ালে যে
প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন করা হ'লো
তা' কিন্তু নয়কো;
ইষ্টার্থকে মুখ্য ক'রে,
তদনুচর্য্যী আকৃতিকে উদগ্র ক'রে
নিজের অন্তঃকরণের দিকে তাকাও,

তাঁ'র দয়া তোমাতে বোধিদীপন-কুশল তাৎপর্য্যে
বোধায়নী সঙ্গতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
আবার, কী করনি,
কী ক'রলে কী হ'তে পারতো,
তা' না ক'রেই বা কী হ'লো,
ইষ্টানুগ অভিদীপনায় সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায় চিন্তা ক'রে
তেমনতরভাবেই বাস্তবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠ—
বৈধী বিচারণা নিয়ে,
যা' খাঁক্‌তি দেখতে পাচ্ছ
সেগুলিকে আপূরিত ক'রে তোল বাস্তবে,
এমনি ক'রেই কর, চল,
যোগ্যতা স্বতঃই
আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে
তোমার জীবনে,
কুশল-কৌশলী দক্ষ পরিবীক্ষণায়
যেখানে যেমন ক'রে
যেমনতর বাক্য, ভাবভঙ্গীতে
কর্ম্মানুদীপনা নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠা যায়,
সেখানে তেমনি ক'রেই চল—
ভুল-ভ্রান্তিকে শুধ্‌রিয়ে,
যোগ্যতার আধিপত্য
অনুচর্য্যায় ঈশিত্বকে আবাহন ক'রে

তোমাকে ক্রমসার্থকতায়
সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে;
প্রার্থনা, আত্মনিবেদন অর্থ-সমন্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে।

৪২

বিবদমান কাউকে দেখলেই
বা বুঝলেই
তা' দুইজনই হো'ক বা বহুই হো'ক,
তা'দের পরস্পরকে
প্রীতি-সংস্থ ক'রতে
যত্নবান থেকো,
বিবাদকে বিসম্বাদে ফুটন্ত হ'তে
দিও না,
যদি তা'তেও না হয়—
শাসন-সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে
তা'দের সহিত
স্থানীয় প্রধানদের রেখে
প্রত্যেকটি দলকে বা প্রত্যেকটি লোককে
তা'দের তত্ত্বাবধানে
নজরে রেখে দিও;
আর, যা'দের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলে
তা'রা প্রত্যেকেই যা'তে

সমীচীন চেষ্টায়
ঐ দল বা দলগুলির ভিতরে
প্রীতি-সম্পর্ক সৃষ্টি ক'রতে পারে
তা'ই ক'রো,
যদিও প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য
তা'দের তা'ই—
বিশেষতঃ শাসন-সংস্থার;
যা'তে বিবাদ, বিসম্বাদ, দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বিপাক
কিছুতেই না ঘটতে পারে,
কোনরকম অনাসৃষ্টির উদ্ভব
না হ'তে পারে,
জীবনক্ষয়কারী কোন উদগমের
সৃষ্টি না হ'তে পারে,—
সবাই যেন তা'ই করাই
নেহাৎ কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করে;
এমনতর তৎপরতা হ'তে
কেউ যা'তে বিরত না হয়,
সেদিকে বিশেষ তৎপর হ'য়ে থেকো,
তোমার সন্ধিৎসু চক্ষু
প্রীতি ও ধী-সহকারে
অবলোকন ক'রে
বিপর্য্যয়-নিরাকরণে
অকাট্য হ'য়ে উঠুক;
বিরোধকে নিরোধ করেন যাঁ'রাই
তাঁ'রাই কিন্তু কল্যাণের পূজারী।

৪৩

তোমার বৈশিষ্ট্য-নিঃসৃত অবদানকে
যদি দুনিয়ার সকলের পক্ষে
সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে না পার,
তবে তা' কিন্তু বন্ধ্যা।

৪৪

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক, সুষ্ঠু সমাধান-তৎপর
না হ'য়ে ওঠ,
উপচয়ী নিষ্পন্নতাকে
দক্ষ-কুশল তৎপরতায়
সার্থক না ক'রে তোল—
উপচয়ী শ্রেয়-সংশ্রয়ী ক'রে,—
তোমার অলস সাধুতা
বিলোল ব্যর্থতায়
ব্যত্যয়ে অবসন্নই হ'য়ে পড়বে—
জীবনের সার্থক-সন্দীপনায় বঞ্চিত হ'য়ে;
তাই নিজে কর,
অন্যকেও নন্দিত কর তাঁ'তে,
করায় প্রণোদিত কর,
আয়ত্ত করার পথে চল,
আয়ত্ত করতে অনুপ্রাণিত কর,

সামর্থ্যানুপাতিক যা' পার—দাও,
আর, সামর্থ্য-সংরক্ষণে
অন্যের কাছ থেকে নাও—
কাউকে কোন-প্রকারে ক্ষুণ্ণ না ক'রে,
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
মরকোচই ওখানে।

৪৫

স্বার্থ ও মান যেখানে যেমন
দলও সেখানে ততই তেমনতর—
ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় নিয়ে।

৪৬

যজন-যাজন
যা'দের ভিতর অন্তরাস-সলীল
হ'য়ে ওঠেনি—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়,
বাক্য-ব্যবহারের
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী তৎপরতা নিয়ে,—
তা'দের অনুচলন
অধঃক্রমণের দিকেই চলতে থাকে
প্রায়শঃ—
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া।

৪৭

ধৃতিমান হও—
সত্তার শিষ্ট অনুচর্য্যায়,
তোমার আওতায় যা'কে পাও—
তা'র প্রয়োজনমত পরিচর্য্যা ক'রো,
নিজেকে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
এই তৃপণ-দীপ্তি
সবদিকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
তোমাকে
তৃপণার বিগ্রহ ক'রে তুলুক,
স্বস্তির তো এই পন্থা।

৪৮

মানুষকে অসৎ ক'রে তুলো না,
তা'তে অসুবিধা হবে তোমারই বেশী;
আত্ম-পরিচর্য্যা তো ক'রবেই,
কিন্তু পরিবেশকে পরিচর্য্যা ক'রে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থ, শিষ্ট, সবল ও কৃতী
ক'রে না তুলছ,—
ক্ষতি কিন্তু তোমারই,
সার্থক সম্বৃদ্ধি লাভ ক'রবে না কিছুতেই।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

৪৯

তোমার জীবন-চলনার প্রীতি-চৌম্বক-সূচি-সঙ্কেত—
যা'-দিয়ে তোমার গন্তব্য নির্ণয় করতে পার,
তা' হ'চ্ছে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা,
ঐ ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা
যেখানে যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'ই তোমার করণীয়;
তোমার সত্তা
ঐ অমনতর বিনায়িত চলনায়
যতই চলন্ত হ'য়ে চলবে,
বিবর্ত্তনী সৌষ্ঠব-দীপনা
তোমার চলবার পথকে
বোধি-দীপ্তির পুলক আলোকে
প্রদীপ্ত ক'রে রাখবে ততই,—
তুমি ঠেক্‌বে কম।

৫০

জীবন
সুকেন্দ্রিক, অন্বিত আত্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
যোগ্য হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতাই উৎপাদন করে,
যোগ্যতাই আহরণ করে,
যোগ্যতার ভিতর-দিয়েই

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

জীবন বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতা জীবনের হোমবহ্নি;
ঈশ্বর
যোগ্য যুত অনুশীলনী আবেগের ভিতর-দিয়ে
আত্মিক অভিগমনে জীবন-স্রোতা।

৫১

অস্তি-বৃদ্ধির বরেণ্য অনুশাসন
যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ না হয়,
তা' সব্যষ্টি সমষ্টিতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'দের ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে পারে,
তাই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

৫২

প্রিয়পরমের আভাস
যে-ব্যক্তিত্বে বসবাস করে—
অচ্যুত প্রীতিপূর্ণ যোগাবেগ নিয়ে,
চারিত্রিক দ্যোতন দীপনায়,—
ঋত্বিকতার নিবাস সেখানে।

৫৩

ইষ্টনিষ্ঠাহীন অনাচারদুষ্ট
ধর্ম্মপ্রচারকই হো'ক,
ঋত্বিক্ই হো'ক,
আর, যে-ই হো'ক না কেন,
কখনই অনুসরণীয় নয়কো;
অনুসরণে সাত্বত পতন
অনিবার্য্যই হ'য়ে ওঠে।

৫৪

ইষ্টার্থই যা'র এক লক্ষ্য,
লোকসম্ভারই যা'র সম্পদ্,
লোক-পরিচর্য্যাই যা'র ঐশ্বর্য্য,
লোকবর্দ্ধনাই যা'র ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠার
হোম-আহুতি,—
লোকপ্রীতির পরম স্থণ্ডিলে
তা'র জীবনাগ্নি যে
চিরপ্রজ্বলিত থাকে,
সে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন-যজ্ঞের
পরম হোতা—
সে যে যাগ-ঋত্বিক্।

৫৫

লাজ-লাঞ্ছিত ঋত্বিক্ সে
যে নিজের যজমানদিগকে
শুভ-সন্দীপনী তপানুশীলনার ভিতর-দিয়ে
নিজের জীবনবর্দ্ধনী লোকসেবাব্রতী
পরিচর্য্যার
উচ্ছল সম্পদ্ ক'রে তুলতে পারে না—
বিনায়নী তৎপরতায়,
অসুস্থ না-থেকেও
দ্বারে-দ্বারে যাচ্ঞাবৃত্তির দ্বারা
অপারগ আত্মকাহিনীর আবেদনে
খিন্ন হৃদয়ে
ভরণপোষণী অর্থ-সংগ্রহ ক'রে চলতে থাকে,
যা'র যজমানরা
আত্মতৃপ্তির অবদান-উৎসর্জ্জনায়
তা'কে নন্দিত ক'রে
প্রীত করে না;
অনুশীলনহারা ঋত্বিকতা তা'র
অবমানিত হ'য়ে
কি লাঞ্ছিত-চলনে
নিঃসহায়ের মত চেয়ে থাকে না?
যে ঋত্বিকের দরজায়
সাত রাজার ধন

অপ্রত্যাশিতভাবে মজুত থাকার কথা,
যে লোকশিক্ষক, লোকপ্রাণ,
লোকবর্দ্ধনার প্রকৃত হোতা,
এমনতর দৈন্যদীর্ণ চলন তা'র
সত্যই পরিতাপের বিষয়।

৫৬

যে-ঋত্বিক্‌রা যজমানপালী নয়কো—
তা' তা'দের নিজেরই হো'ক,
বা অন্যেরই হো'ক,
যা'রা যজমানের সত্তাচর্য্যী নয়কো—
তা' যজমানেরই হো'ক
বা যে সৎসঙ্গী নয়
তা'রই হো'ক,
যে-ঋত্বিক্ যজমানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির
পরিচর্য্যা করে নাকো—
যজমানের তো বটেই
তা' ছাড়া, যা'রা সৎসঙ্গী নয়, তা'দেরও—
—ঋত্বিকীর শুভ-অর্ঘ্য
তা'দের কি গ্রহণ করা উচিত?
যদি করে, তা' কি ধৃষ্টতা ছাড়া
আর কিছু?
যে-কোন ঋত্বিক্‌ই হো'ক না কেন,

অন্য ঋত্বিকের সাথে
যা'দের সঙ্গতি নেই,
কথায়-কাজে মিল নেই,
স্বার্থলুব্ধতাই যা'দের পেশা—
তা'দিগকে অর্থান্বিত না ক'রে,—
যা'রা পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদরত,
যা'রা লোকপরিচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়
তপঃ-সঞ্চারিণী পরিমার্জ্জনায়
শ্রমক্রিয় অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
পারস্পরিকতানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,—
তা'রা কি ঋত্বিক্-পদবাচ্য?

৫৭

যে-ঋত্বিকের কাছে তা'র ইষ্টদেবতা
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের আসনে
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেননি,
ভক্তি-অভিদীপ্ত পরাক্রমশালী ঊর্জ্জনায়
যা'র হৃদয় আলোকিত নয়,
যে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নয়কো
এবং ঐ অনুশীলন হ'তে বহুদূরে,
শ্রেয় যা'র প্রেয় হ'য়ে ওঠেননি,
কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শ্রমবিভোর নন্দনায়
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠেননি,

যে ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে
শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
আনন্দে বরণ ক'রে নিয়ে
কাজে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি,
তা'র সঞ্চারণা
কতখানি সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে—
আমি বুঝতে পারি না;
যে প্রেয়'র অবমাননায়
পরাক্রমী উর্জ্জনা নিয়ে
সৎসন্দীপ্ত হৃদয়ে
তা' নিরোধ ক'রবার অভিসারে
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
উৎসর্জ্জনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
অমনতর কাপুরুষ
মানুষকে কাপুরুষত্বেই পরিচালিত
ক'রে থাকে;
সে কি কাউকে শৌর্য্যদীপ্ত
ক'রে তুলতে পারে?

৫৮

ঋত্বিক্ই বল,
অধ্বর্য্যুই বল,
যাজকই বল,

যেই হো'ক না কেন,
নজর ক'রে দেখো—
সে ইষ্টীপূত শ্রেয়-কর্ম্মতৎপর কিনা,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কিনা,
শ্রেয়-মর্য্যাদাহানিকর এমনতর কিছুতে
তা'র অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্ব
গ'র্জ্জে ওঠে কিনা,
প্রতিবাদে, নিরোধে বা নিরাকরণে
সে তা'র বিনায়ন-তৎপর কিনা,
অন্যের ধাপ্পা বা নিন্দামুখর আপ্যায়নায়
তা'র নিষ্ঠা
দোদুল্যমান হ'য়ে ওঠে কিনা,
দায়িত্বশীলতা
তা'র স্বভাবে সহজ হ'য়ে
সহজভাবে ফুটন্ত কিনা—
তা' অল্পই হো'ক
বা বিস্তরই হো'ক,
স্বার্থলোলুপতার ভাঁওতাবাজিতে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ধাপ্পা নিয়ে
নিজের কাজ হাসিল করাই
তা'র উদ্দেশ্য কিনা,
বা স্বার্থলোলুপতায় আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
বিরুদ্ধতা করে কিনা,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

লোকচর্য্যী অনুবেদনায়
পোষণ-প্রদীপ্ত শ্রমমুখরতা নিয়ে
বাস্তবভাবে সে কল্যাণকে
আবাহন করে কিনা,
কথায়-কাজে মিল রাখার জন্য
সে সহজভাবে সচেষ্ট কিনা,—
যদি দেখ, এই সব ব্যাপারে
সে নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য,
সে যেমনই হো'ক না কেন,
সে কিন্তু অর্ঘ্যণীয়,
শ্রদ্ধার পাত্র তোমার,
আর, যা'রা তা' করে না,
তা'দিগকে অর্ঘ্যান্বিত করার
মানেই হ'চ্ছে—
অকল্যাণেরই উপাসনা করা।

৫৯

যে-ঋত্বিক্‌রা
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতি-উর্জ্জনাবিহীন,
যা'রা যজমানের আপদ্‌-বিপদে
বুক পেতে দাঁড়াতে পারে না—
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

যুক্তিযুক্ত, সৎ, সুধী সমীচীন বিনায়নে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
সৎসঙ্গী হো'ক বা নাই হো'ক,
অনুকম্পী উদ্দীপনী উর্জ্জনায়
যা'রা কা'রও হৃদয় স্পর্শ ক'রতে পারে না,
যা'দের চরিত্রই এমনতর নয়
যা'তে তা'দের ইষ্টসন্দীপনায়
অপরে হৃদয়ভরা শ্রদ্ধানুকম্পায়
আনত হ'য়ে ওঠে,
খ্যাতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
যা'রা ইষ্টার্থী সুসন্দীপ্ত
ক'রে তুলতে পারে না কাউকে,
আত্মম্ভরি দুর্ব্বলতার .অভিশাপ নিয়ে
ঘুরে বেড়ায়—
অর্ঘ্যোপজীবী হ'য়ে নয়,
যাজ্ঞা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে,
ইষ্টের আসন
যা'দের নিষ্ঠা, আনুগত্য ও
কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে না,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
উজ্জয়িনী তৎপরতায়
শুভস্রোতা হ'য়ে ওঠে না,—
তা'দের ঋত্বিকতার সার্থকতা কোথায়?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যা'দের ঠাকুর
তা'দের কাছে মসীমণ্ডিত হ'য়ে
নিবিড় অস্ফুটতায়
অন্তরের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে
বসবাস করে,
এমনতর ঋত্বিকের
আত্মপ্রসাদ কোথায়?
তা'দের যা'-কিছু প্রচেষ্টা
স্বার্থলুব্ধ অপকণ্ডূতি ছাড়া আর কী?
ঋত্বিকের আসন কি ঐখানে?
উপদেষ্টা হওয়ার চাইতে
উদাহরণ হওয়া ঢের ভাল।

৬০

বলা হ'য়েছে অনেক—
কিন্তু তা'র কিছু শোননি,
আর, শুনলেও
তা' করনি
নিবিষ্ট-তৎপর হ'য়ে;
এই পুঞ্জীভূত না-করা
কি কৃতিসম্বেগকে কৃতঘ্ন ক'রে
দুরপনেয় দুরদৃষ্টের
আমন্ত্রণ ক'রবে না?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তাই বলি—
এখনও উঠে দাঁড়াও,
কর—
শ্রেয়প্রীতি নিয়ে,
উত্তাল শ্রমপ্রীতি-সহকারে,
সমীচীন অনুশীলন-তৎপরতায়;
হয়তো, অনেকখানি বিপাক এড়িয়ে
অন্ততঃ দাঁড়িয়ে চ'লবার মত
হ'তে পারবে;
যিনি সবার ভিতর
ধারণ-পালন-সম্বেগ,
যিনি ধৃতি-দীপ্তি,
তাঁ'র অনুশাসনবাদে তোমরা
একনিষ্ঠ শ্রমপ্রীতি-তৎপরতা নিয়ে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল হ'য়ে চল;
আমার এই তো প্রার্থনা
তোমাদের কাছে।

৬১

আমি যা'-যা' ব'লেছি—
তা' তোমরা ক'রলে না,
বিশেষ জোর দিয়ে যা' ব'লেছি,

বিশেষ শৈথিল্যের সাথে
সেগুলিকে অবজ্ঞা ক'রেছ,
এই ঊর্জ্জী-উদ্যমহারা শ্রদ্ধা
ও নিষ্ঠাহারা সাত্বত-জীবন নিয়ে
একটা ভাক্ত-অভিনিবেশী অনুচলনে
নিথর উচ্ছল তৃপ্তি নিয়ে ব'সে আছ,
বেশ দিন কাটছে,
এটা কিন্তু তোমাদের পক্ষে
ভারতের পক্ষে
ভারত কেন পৃথিবীর পক্ষে
সাংঘাতিক সংঘাত সৃষ্টি ক'রছে;
শৈথিল্য-পরিভৃত অপটু-জীবন নিয়ে
সবার কাছে অপটু-যাজনে
যে-বোধনার সৃষ্টি ক'রছ,
যে কৃতি-অনুচলনের
উদাহরণ দিয়ে চ'লেছ,
তা'তে কিছুদিন পরে
তোমরা আর তোমরা থাকবে কিনা সন্দেহ;
উদ্‌ভ্রান্ত বিধি-উল্লঙ্ঘনী অনুচলন
বিপাক সৃষ্টি ক'রে থাকে,
জীবনকে খর্ব্বই ক'রে তোলে,
সমাজ, পরিবেশ ও শাসন-সংস্থা
সবই শাতনদীপ্ত পরিভৃতির সহিত
কুৎসিতেরই যাত্রী হ'য়ে চ'লে থাকে

দৈনন্দিন জীবনে,
তাই বলি, এখনও আস,
এখনও উঠে দাঁড়াও,
এখনও কর,
এখনও চল—
ঐ সাত্বত অমৃতপথ
তোমাদের অন্তরেই
অভিদীপ্ত হ'য়ে র'য়েছে,
উচ্ছল অগ্রগতিতে
সেই দিকেই এগিয়ে চল,
নিজে বাঁচ,
অন্যকে বাঁচাও,
ভবিষ্যৎকে স্বর্ণপ্রসূ ক'রে তোল,
নইলে, অন্ধতমসা
ঘনঘটাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে,
জাহান্নমের অট্টহাসি
কাউকে অবদলিত ক'রতে
ছাড়বে না কিন্তু।

৬২

ইষ্টাপূত সার্থকতায়
তুমি সকলের দাস হও,
কিন্তু অর্থের লোভে নয়,
বরং পরিচর্য্যী আত্মপ্রসাদ নিয়ে।

৬৩

ইষ্টার্থে
যদি কেউ তোমার কাছে কিছু দেয়—
তা'র এতটুকুও তুমি গ্রহণ ক'রো না,
তোমার বা তোমার পরিবারের জন্য
তা' নিও না,
এই নির্লোভ না-নেওয়া
এবং আগ্রহ-তৃপ্ত অনুপ্রাণনায়
তাঁ'র কাছে সেটা পৌঁছে দেবার ভিতর
যে-আপ্রাণতা আছে,—
সে-আপ্রাণতার সম্বেগ যেমনতর হবে
তোমার ব্যক্তিত্বের অবস্থাও
ক্রমশঃ তেমনতর হ'য়ে উঠবে—
অস্খলিত উদ্দাম নন্দনার
বিভূতি বহন ক'রে,
সার্থকতা তোমাকে ব্যাহত ক'রবে না;
এই রাগ-সন্দীপনা
ইষ্টার্থপরায়ণ শৃঙ্খলাকে
আবাহন ক'রে
তোমাকে
সার্থকতায় ন্যস্ত ক'রে তুলবে,
মনে যেন থাকে;
আর, কেউ যদি তা' গ্রহণ করে

বা নিজের জন্য ব্যবহার করে,
প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়,—
তা'তে তা'র
আত্মপ্রসারণার ব্যাঘাত হয়—
ব্যতিক্রমের দুষ্ট অভিসার নিয়ে।

৬৪

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
কৃতিসম্বেগের সহিত
লোকভজী হও,
প্রতিপ্রত্যেকের
জীবন-স্বাস্থ্য হ'য়ে ওঠ,
এই জীবনীয় তৎপরতাই
তোমাকে পরিচর্য্যামুখর ক'রে তুলুক—
উদ্দাম রাগদীপ্ত পরাক্রমের সহিত,—
প্রীতির উদ্দাম উৎসর্জ্জনী
পরিচর্য্যামুখর
শিষ্ট অনুকম্পী সম্বেদনা নিয়ে;
আর, এই চলন তোমাকে
মানুষের সম্পদে অধিরূঢ় ক'রে তুলুক—
একটা শান্ত-দান্ত
সম্বেগশালী ঊর্জ্জনা নিয়ে;
প্রতিপ্রত্যেকেই

সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক—
প্রতিপ্রত্যেকের
পরিচর্য্যামুখর কৃতিসম্বেগ নিয়ে;
আর, সম্বর্দ্ধনার
পরিস্রাবী শিষ্ট সম্বেগের সহিত
সঞ্চারণার বিশাল সম্বেগে
তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
সে যেন দুর্ব্বল না থাকে,
দারিদ্র্যব্যাধিতে যেন
আক্রান্ত না হয়,—
এমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে চ'লতে থাক;
ঐ বিনায়নী দীপ্ত উর্জ্জনায়
ঈশ্বরের পূজা-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তাঁ'তে আহুতি দাও,
আর, ঐ হোম-ধূম
সব দিকে ছড়িয়ে পড়ুক—
সব অন্তরকে সন্দীপিত ক'রে।

৬৫

সংহতি ও সহযোগিতার
মৌলিক মান্ত্রী তুকই হ'চ্ছে
পুরয়মাণ আদর্শ-পুরুষে

সক্রিয় অচ্যুত অনুরাগ,
আর, উৎকর্ষী অনুলোম-পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
বিধিমাফিক উপযুক্ত
জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভাবন।

৬৬

সর্ব্ব-সঙ্গতির সহিত
তোমরা দুইজনেও যদি
একই উদ্দেশ্যে
প্রার্থনানিরত কৃতিসম্বেগে
চলৎশীল থাক,
ঈশ্বর তা' মঞ্জুর ক'রবেন,
আর, প্রিয়পরমে আকৃষ্ট অনুবেদনা নিয়ে
তাঁ'র নামে দু'তিনজনও যদি
সংহত হ'য়ে ওঠে,—
প্রিয়পরম কিন্তু সেখানে তা'দেরই মধ্যে।

৬৭

দশে মিলে কাজ কর—
তা' তো খুব ভালই,
কিন্তু এই দশের সাথে যেন
শিষ্ট সঙ্গতি থাকে,

পরস্পর পরস্পরের
দরদী অনুকম্পায়
পরস্পরকে দেখে, শোনে, করে—
এমনতর কৃতিবান্
দশটিই যদি থাকে,
অমরার
সুদীপ্ত স্বস্তি-আবাহন
সবাইকে
শান্তিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে;
ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর—
বিচ্ছিন্নতাও এসে থাকে সেখানে
তেমনি।

৬৮

যদি কেউ অজ্ঞতা-বশতঃ প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রতিকূল পথ অবলম্বন করে—
তা'কে ত্যাগ ক'রো না,
ফিরিয়ে এনো;
মনে যেন থাকে, তা'র সত্তা
তোমারই কৃষ্টির উদ্ভূতি,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় সে যা'ই করুক না কেন—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে সম্বর্দ্ধনী শাসনে
তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে

পরিমার্জ্জিত ক'রে
বিহিত ব্যবস্থায় তা'র আসনে সমাসীনই রেখো—
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির অভিদীপ্তিতে,
সে যেন
ব্যতিক্রমের পথে চ'লতে না পারে,
বিপর্য্যয় তা'কে বিধ্বস্ত না করে—
দৃঢ়-কঠোর অনুচর্য্যায় প্রস্তুতির সহিত
দীর্ঘ নজরে নজর রেখে,
তা'র অধিকারে সে যেন বঞ্চিত না হয়,
তোমার সমাজ-অঙ্কে কা'রও অধিকার
অতিক্রান্ত না হয়,
আবার, অসৎনিরোধী শাসনও যেন
সঙ্কুচিত না থাকে।

৬৯

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা,
বাক্‌শুদ্ধি, ব্যবহারশুদ্ধি,
অবধারিত সদ্‌বৃত্তি,
লোকপালী অনুচর্য্যা—
অন্ততঃ এ-কয়টি যা'দের আছে,
তা'রাই লোকচর্য্যার
অনেকখানি উপযুক্ত পাত্র;
শিষ্টাচারসম্বদ্ধ এমনতর যা'রা—

তা'রা যে-কোন জাত
বা বর্ণেরই হো'ক না কেন—
যা'দের উপরি-উক্ত গুণ
অচ্ছেদ্যভাবে অস্খলিত অনুদীপনায়
বিদ্যমান আছে—
উর্জ্জী অসৎনিরোধী তৎপরতার সহিত,
তা'রাও লোকবান্ধব,
সৎ-নিয়ন্তা।

৭০

নিজের সব-রকম স্বার্থপ্রত্যাশাকে অবজ্ঞা ক'রে
ইষ্টার্থী স্বার্থকে
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে চ'লতে হবে—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে—
উপচয়ী বাস্তবিকতায়
দ্রোহমোচক হ'তে হবে—
দ্রোহকারক না হ'য়ে যথাসম্ভব,
প্রত্যেকের শ্রেয়-বৈশিষ্ট্যকে উল্লসিত ক'রে
অসৎ যা'-কিছু নিরোধ ক'রতে হবে
কূট-চাতুর্য্যে, কুশল-কৌশলে—
তা' যেখানে যেমন প্রয়োজন;
ইষ্টার্থপোষণী সংহতিকে

সুদৃঢ়ভাবে সংহত ক'রতে হবে—
বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ
ও বিপর্য্যয়ের অবসান ঘটিয়ে,
বিশ্বের সাংস্কৃতিক যা'-কিছু
তাৎপর্য্যানুপাতিক বিন্যাসে গুচ্ছীকৃত ক'রে
সম্যক্‌ভাবে একসূত্রসঙ্গত ক'রে তুলতে হবে
ইষ্টার্থী-সংগঠনে;
বাক্যকে সুকর্ষণে তড়িৎশক্তিসম্পন্ন
চৌম্বক-আকর্ষী ক'রে তুলতে হবে—
উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলে;
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম ও চলন-চরিত্র—
সব যা'-কিছুই যেন পরস্পর-সঙ্গতিসম্পন্ন,
ইষ্টার্থপোষণী হ'য়ে ওঠে,—
বিশেষ লক্ষ্য ক'রে বিবেচনার সহিত
অমনতর বিন্যাসে পা ফেলেই
চ'লতে হবে।

৭১

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
বৃত্তিস্বার্থে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠো না,
অবিদ্বান যেমন আসক্তি নিয়ে কর্ম্ম করে,
আত্মস্বার্থে অনাসক্ত হ'য়েও
তুমি তেমনি ক'রেই কর্ম্ম ক'রে চল—

তোমার ঐ ইষ্টার্থপূরণী বিদ্বজ্জলুস নিয়ে,
তোমার বৈশিষ্ট্য যেন
তা'দের বিশেষত্বকে আঘাত না করে,
বরং নিয়ন্ত্রিত ও পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে;
অপরিহার্য্য আত্মীয় হ'য়ে ওঠ তা'দের তুমি,
গণমণ্ডল তোমাতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠুক,
ঐ অনুপ্রেরণা তা'দের অন্তরেও
তোমারই ঐ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা নিয়ে আসুক,
এমনি ক'রেই
জনপদ তোমাতে সংহিত হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রত্যেকটি অন্তর
পরস্পর সুহৃৎ-সহযোগিতায়
আপনার হ'য়ে উঠুক—
তোমারই ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে
দানা ক'রে,
লোক-সংগ্রহ সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার।

৭২

এমন যদি কোন সত্য থাকে
যা' অশুভের উদ্‌গতি, হিংসার ইন্ধন,
সত্তা ও সংহতির সাংঘাতিক সংঘাত,
সুন্দরের কলঙ্ক,
তা' কিন্তু সত্য হ'লেও মিথ্যা;

আবার, তেমনি এমন যদি কোন মিথ্যা থাকে
যা' সত্তারই অনুপোষক, শুভেরই সংবর্দ্ধক,
হিংসারই অপনোদক,
সুন্দরের অভিদীপনী অর্ঘ্য,
তা' কিন্তু মিথ্যা হ'লেও সত্যধর্ম্মী;
তাই, মনে রেখো—
যা' সত্য, তা' প্রিয়-প্রবর্দ্ধক,
ভূতহিত-সম্পাদক,
সংহতি ও সুন্দরের নিষ্পাদনী অর্ঘ্য,
শ্রেয়শ্রদ্ধ ও শ্রেয়ানুক্রিয়াশীল;
এ বিশেষত্ব যেখানে নাই,
তা' মিথ্যারই অনুচর,
সত্যের ছদ্মবেশী মিথ্যা,
তা' অসৎ।

৭৩

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
শ্রদ্ধোষিত সুনিষ্ঠ আনতিপ্রবণ অনুদীপনা নিয়ে
তত্তপা আত্মবিনায়নী তাৎপর্য্যে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
বিনায়নী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
তদর্থেই নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে
তদনুগ পন্থায়

জীব-কল্যাণ-আরতি-সম্পন্ন হ'য়ে
শুভ-সংহতি-সম্পাদনার জীয়ন্ত মূর্ত্তি হ'য়ে
অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যায়
নিজের জীবনকে তদভিজীবী ক'রে
জীবন-অভিযানকে
উচ্ছল-সম্বেগী ক'রে তুলেছেন—
ইষ্টার্থ-প্রব্রজ্যার অনুপ্রেরণায়,
অসৎ-নিরোধী বজ্র-নির্ঘোষে,—
তাই-ই যাঁ'র জীবন-উৎসৃজনী ইষ্টার্ঘ্য,
জীবনের পূজা-প্রদীপনা,
গণ-পালী জীবন-বিকিরণা,—
তিনিই এই দুনিয়ার বুকে গণপতি
অর্থাৎ গণপাল,
তিনিই গণ-দেবতা, গণেশ,
গণের ধারয়িতা, পালয়িতা,
তিনিই প্রকৃত নেতা,
তিনিই মানুষের জীবনের কল্যাণ-আহ্বান,
তিনিই জীবন-বর্দ্ধনী উদাত্ত বাণী,
তিনিই অস্তি-বৃদ্ধির অনুচর্য্যা-নিরত
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ যোগ-বাণী;
আবার, ঐ পুরুষোত্তম ইষ্টদেবতায়
অচ্যুত আনতি-দীপনা নিয়ে
তাঁ'রই নিদেশ-বাণী বহন ক'রে
তাঁ'রই ভরণ-পোষণের ধান্ধায় লাগোয়া থেকে

জীবকল্যাণ-অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ-নিরত হ'য়ে
তন্নিয়মনে আত্মনিয়োগ ক'রে
জীব-জীবনকে কল্যাণ-অনুপ্রেরণায়
বর্দ্ধন-বিবর্ত্তনে পরিচালন-প্রয়াসী হ'য়ে
যাঁ'রা নিজের জীবনে ঐ জীবিকাকেই
আজীব ক'রে তুলেছেন—
অশিব-যমনী-তৎপর সন্ধিৎসায়,—
তাঁ'রাই ঋত্বিক্,
তাঁ'রাই পুরোহিত—
গণ-বর্দ্ধনার অগ্রদূত;
এরা প্রত্যেকেই লোক-পাল্য,
গণ যদি এদের
জীবন-চর্য্যার ভার বহন না করে—
স্বতঃ-স্বচ্ছন্দ অবদান-মুখর অনুপ্রাণনায়,—
ঐ কল্যাণবাহী স্বর্গদূত
জীর্ণ-বিক্ষোভে
স্বচ্ছন্দতায় বঞ্চিত হ'য়ে
দুর্ব্বল শ্লথ হ'য়ে ওঠেন,
ফলে, গণ-আত্মার পরিচর্য্যা সংক্ষুব্ধ হ'য়ে
গণ-জীবনও ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে—
বোধ-বিনায়নী বিন্যাসকে ব্যাহত ক'রে,

ব্যতিক্রমকে অবলম্বন ক'রে,—
নষ্ট অর্থাৎ নাশ প্রেতনৃত্যে
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার দৃঢ়-প্রাচীর সৃষ্টি ক'রে
পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
নৃশংস লোপ-লোলুপ লেলিহান লুব্ধতা
ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রেই চলতে থাকে
তখন থেকে;
তাই, এই কল্যাণ-বাহী স্বর্গদূতদিগের
জীবন-পরিচর্য্যায়
কেউ যেন বিরত না হয়,
বিক্ষোভকে কিছুতেই কেউ যেন আবাহন না করে,
অবজ্ঞার ভ্রূকুটী-পরিহাসে
কেউ যেন এদিগকে বিদায় না করে;
তাই, গণ-জীবনের মর্ম্মোচ্ছ্বাস
গায়ত্রী-কণ্ঠে ব'লে উঠুক—
'আমাদের জৈবী-জীবনের অন্তরতম মর্ম্ম-আসনে
তোমরা অধিষ্ঠিত হও,
আমাদের অনুচর্য্যা তোমাদিগকে তৃপ্ত করুক,
নন্দিত করুক,
পুষ্ট করুক,
বর্দ্ধনার উদ্‌গায়ত্রী-মন্ত্রে পরিপ্লুত থাক তোমরা,
তোমরা সার্থক হও,
আমরা ধন্য হই,
[illegible]নার আরতি-আলিঙ্গনে

সোহাগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠি আমরা,
আমাদের নিয়ে
তোমাদের যোগ্যতাও
সার্থকতায় সুমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক';
আবার, এরা যদি চাকুরীজীবী হ'য়ে
কিম্বা রাজকোষ হ'তে অর্থগ্রহণ ক'রে
নিজের জীবিকা পরিপালন করে—
তা'তে এদের পাতিত্যই সংঘটিত হ'য়ে ওঠে,
সত্তার সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী অনুদীপনা
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে;
তাই, এদের পক্ষে তা' পাপের,
তাই, গণজীবনের অর্ঘ্য-অবদান
এদের পক্ষে পূত-জীবিকা;
এদের পরিপালন
প্রত্যেক মানুষের পক্ষে
পুণ্য-পরিপালন;
কিন্তু এরা যখনই
ঐ পুরুষোত্তম-অনুবেদনা হারিয়ে ফেলে
নিষ্ঠাকে চ্যুতি-বিহ্বল ক'রে তোলে,
ইষ্টার্থকে অবজ্ঞা করে,
প্রবৃত্তি-সত্তার অনুপোষক হ'য়ে
স্বার্থান্ধ তৎপরতায়
ইষ্টার্থকেই অপহরণ করে,
ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদকে ব্যাহত ক'রে

শাতনের অনুশাসন-অভিশাপ-গ্রস্ত হ'য়ে চলে,
তখনই তা'রা আর পুণ্যমূর্ত্তি থাকে না,
পুণ্যের বনামে পাপ-মূর্ত্তি হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধনার ক্রমকে ব্যতিক্রমে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যাহতিকেই আমন্ত্রণ ক'রে চলে,
সুর-দীপনার ছদ্মবেশে
অসুর-প্রবৃত্তির অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়েই চলে,
তখনও তা'দিগকে পরিপালন করার মানেই হ'চ্ছে
পাপ পরিপালন করা;
যদি অমনতর কেউ থাকে,
আর, গণজীবন তদনুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'রই পরিপালন ক'রে চলে,
সে হবে তখন মরণের পরম সাথীয়া,
ঐ অনুচর্য্যা-নিরত গণদীপনাই হ'য়ে উঠবে
অবলোপের অভিযাত্রী;
তাই সাবধান!
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা,
ইষ্টার্থ-পরিসেবন,
ইষ্টানুগ চলন,—
এই যেন তোমাদের জীবনে
দিগ্-দর্শনী ধ্রুবতারা হ'য়ে ওঠে,
ঠকবে কমই,
আর, ঠকলেও
তা'কে সংশুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে সহজেই;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ঈশ্বর কল্যাণ-স্বরূপ,
ঈশ্বরই শুভ-ব্যক্তিত্ব,
ঈশ্বরই সদনুদীপনা,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী আত্মিক-সম্বেগ।

৭৪

যা'রা কেবল নিজ স্বার্থকে দেখতে জানে—
তা'রা ইষ্টার্থকে দেখতে জানে না,
নিজের স্বার্থই হ'ল
তাদের প্রীতি-পরিচর্য্যার কেন্দ্র।

৭৫

স্বার্থচাহিদা যেখানে পূজার লক্ষ্য,
প্রার্থনা সেখানে বৃত্তিপরামৃষ্ট—নিরর্থক,
তা' ইষ্টের নয়।

৭৬

অর্থ অর্থাৎ টাকা-পয়সায়
লোভমুগ্ধ হ'য়ে যা'রা চলে—
তা'দের কুপিত ভাগ্য
অভিশাপগ্রস্তই হ'য়ে চ'লতে থাকে
আত্মশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৭৭

স্বার্থ ও আত্মম্ভরি মান-মর্য্যাদার গোঙ্‌রানি
যা'র অন্তরে যেমন,
অপঢ়ৃতা ভেদবুদ্ধিও তা'র তেমনি;
আবার, ইষ্টার্থই যা'র অন্তরের আনাচে-কানাচে
স্বার্থ হ'য়ে বসবাস করে,
মিলন-উৎসৃজী মিতি-চলন
ও হৃদ্য বিনয়ী উদ্দীপনাও তা'তে
অদম্য সক্রিয়-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে।

৭৮

ইষ্টার্থ-কর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটায় যা'—
তা'ই কিন্তু পাতিত্যের।

৭৯

স্বস্তি চাও তো শুভকর্ম্মা হও—
শ্রেয়চর্য্যায় অটুট থেকে।

৮০

তোমার বিশ্বাস যতক্ষণ না
কর্ম্মে স্ফুরিত হ'য়ে উঠছে—
বাস্তবায়িত হয়নি তা' তখনও।

৮১

করায় আনে পারা,
আর, এই পারগতাই হ'চ্ছে যোগ্যতা,
যেমন পারা, যোগ্যতাও তেমন।

৮২

দুষ্কর্ম্মা হ'তে যেও না,
কা'রও সত্তাসংঘাতী হ'য়ো না,
বা এমনতর কর্ম্ম ক'রো না,
যা'র কুফল
তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে
কোনপ্রকারে সংক্রামিত ক'রে তুলতে পারে,
তাই, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ
বিবেচকের কার্য্য নয়কো।

৮৩

যা'রা করে,
কৃতী চলনে চলে,—
মানুষ দোষও দেখে তা'দের বেশী,
তাই, যা'র যেমন পছন্দ
তেমনই ব'লে থাকে তা'দের,
কিন্তু দোষ দেখে ব'লে
করায় নিবৃত্ত থাকা ভাল নয়,
বরং সমীচীন বিবেচনায়
দোষত্রুটিগুলিকে সংশোধন ও বিনায়িত ক'রে
শুভ-নিষ্পন্নতায়
সম্বর্দ্ধনার পথে চলাই হ'চ্ছে
কৃতার্থতার সার্থক পন্থা,
ঘাবড়ে যেও না,
নজর রাখ,
বিহিতভাবে চল।

৮৪

বিনীত বাক্
মানুষকে অনুকম্পী
ও অনুচর্য্যী ক'রে তোলে।

৮৫

বিনীত হও,—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে বিক্রয় না ক'রে—
কৃপাভিক্ষু তোষামোদে।

৮৬

তৃপ্তি চাও তো
মানুষকে শুভ তৃপ্তির অধিকারী ক'রতে
যত্নশীল থাক।

৮৭

উপযুক্ত সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ববিহীন ঘনিষ্ঠতা
অবজ্ঞারই সৃষ্টি ক'রে থাকে প্রায়শঃ।

৮৮

কাউকে দোষারোপ ক'রে কি
তা'র তুষ্টি উপভোগ করা যায়?

৮৯

এমনতর ঔদার্য্য ভাল নয়কো,
যা' সুকেন্দ্রিক সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা ও সংহতিকে
ব্যাহত ক'রে তোলে।

৯০

আলাপী হও—
হৃদ্য, মনোজ্ঞ সার্থক-সমাধান নিয়ে,
কিন্তু প্রলাপী হ'তে যেও না।

৯১

যে তোমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান ক'রে
সুখী হয়, হো'ক,
তুমি কিন্তু ও-সব আকাঙ্ক্ষা না রেখে
প্রত্যেককে বিহিত স্নেহ, প্রীতি
বা শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েই চ'লো।

৯২

এমন কিছু ক'রো না
যা'তে কৈফিয়ত দিতে হয়,

আর, যদি দিতেই হয়
চাইবার আগেই দিও তা'—
তৃপ্তিপ্রদ, সুখসম্বর্দ্ধনী ক'রে
বা অনুগ্রহকে স্বতঃ-উৎসারণী ক'রে।

৯৩

বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে
পাঁচজনের মধ্যে থেকে তোমরা দুইজনে
ফিস্‌ফাস্ ক'রে কথা ব'লতে যেও না,
তা'তে হয়তো তা'রা সন্দেহ ক'রতে পারে
বা হৃদয়ে ব্যথা পেতে পারে।

৯৪

যেখানে বিক্রমই বিহিত
সেখানে বিনয়-বিগলিত হ'তে যেও না,
বরং তোমার বিক্রম যথাসম্ভব
হৃদ্য হ'য়ে উঠুক।

৯৫

হৃদয়ই হৃদয়ের আহুতি,
তোমার হৃদয়ের স্পর্শবোধই

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অন্যের হৃদয়কে পাওয়ার
প্রবর্ত্তনা এনে দেয়।

৯৬

পার তো চেয়ো না,
পেলে খুশী হ'য়ো—
তা' যতই অকিঞ্চিৎকর হো'ক না কেন,
ধন্যবাদ দিও।

৯৭

মানুষকে বোধ দিও—
তুমিও বোধ পাবে,
বিদ্বেষের পরিচর্য্যা কিন্তু
বিদ্বেষই আনে।

৯৮

যা'রা ছোটকে
বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক অনুনয়নে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
বিহিত অনুচর্য্যায়,
তা'রা স্বতঃই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আর, অপদস্থ ক'রবার বাহাদুরিকে
যা'রা আত্মগৌরব ব'লে মনে করে,
তা'দের মান-মর্য্যাদা
ব্যাহত হ'য়ে রৌরবেই চ'লতে থাকে,
অর্থাৎ, তা'রা অবমানিত হয় স্বতঃই—
নীচ-অন্তঃকরণের কুৎসিত অনুচলন নিয়ে,
আক্রুদ্ধ রোদনে।

৯৯

ইষ্টার্থ-অনুসেবনা নিয়ে
অনুকম্পাপরায়ণ হও—
তা' সবার উপরেই সক্রিয়ভাবে
সম্ভবমত,
কিন্তু সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে;
তোমাতে অনুকম্পী হ'য়ে উঠবে অনেকেই।

১০০

প্রণম্যদিগকে প্রণাম ক'রো—
প্রণতি-ঐশ্বর্য্য নিয়ে,
সমানকে নমস্কার ক'রো,
ছোটকে স্নেহালিঙ্গনে আপ্যায়িত ক'রো।

১০১

এমন বল,
এমন চল,
আর, এমন রকমেই কর—
বাক্য, ব্যবহারের সঙ্গতি রেখে যে,
তোমাকে দেখেই
তোমার প্রিয়পরম বা প্রেয় কেমন,
তা' লোকে বুঝতে পারে—
ললিত সামছন্দের
চারিত্রিক ধ্বনন-স্পর্শে।

১০২

পরিবেশের প্রত্যেকটি মানুষ—
সত্তানুপূরক যা'-কিছু—
সবই কিন্তু তোমার পরম সম্পদ;
এর একটিরও ব্যতিক্রম
তোমাকে অতখানি বঞ্চিত ক'রে
তুলেই থাকে—নিঃসন্দেহে,
তোমার প্রতি তোমার যেমন দায়িত্ব আছে—
সেই দায়িত্বের অনুপূরক তোমার পরিবেশেও
ততখানি তা',

বিপথ-বিধ্বস্ত পরিবেশ
তোমারই বিধ্বস্তির আগমনী;
হুঁশিয়ার থেকো—
যত পার দেখো—বঞ্চিত হ'তে না হয়;
তাই, ধর্ম্মের প্রথম পদক্ষেপেই হ'চ্ছে—
নিজে হওয়া আর পরিবেশকেও
সেই এক অদ্বিতীয় ইষ্ট ও কৃষ্টির
পূজারী ক'রে তোলা—
জীবনে—চিন্তায়—কর্ম্মে—বাস্তবীকরণে,
পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনী সৌজন্যে।

১০৩

ধর্ম্ম যখন তা'র আত্মনিবেশে
প্রগতির পথে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
নানা শাখাপ্রশাখায়,
প্রবুদ্ধতায়, পত্রে-পুষ্পে
পরিশোভিত হ'য়ে ওঠে—
রকমারি একসার্থকতায়—নানা শাস্ত্রে,—
তাই হ'চ্ছে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান—
উদ্বর্দ্ধনী শাসন,—
পর্য্যায়ী পরিক্রমে।

১০৪

"মা ম্রিয়স্ব! মা জহি!
শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়"—
ম'রো না,—মেরো না,—
পার তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর।

১০৫

আদর্শপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকে যখন তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে—
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক সহযোগিতায়—
তাঁরই পরিপূরণে, পরিরক্ষণে, পরিপোষণে
যত্নবান হ'য়ে চলে,
চলায়, ফেরায়, অর্জ্জনে,—
অচ্ছেদ্যভাবে, অচ্যুতভাবে—
তা'কেই বলে সংগঠন;
আর, এ যেখানে যত বেশী,—
সংগঠনও সেখানে তেমনতরই
শক্ত ও সম্বর্দ্ধনপর।

১০৬

ভগবানের আশীর্ব্বাদ মানেই হ'চ্ছে—
ঐশ্বর্য্যবানের আশীর্ব্বাদ

অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ—
আধিপত্যশীল বা অধিপতির আশীর্ব্বাদ,
আর, আশীর্ব্বাদ হ'চ্ছে অনুশাসন-বাণী,
মোদ্দা কথা—
যে বা যাঁ'র বাণীর অনুসরণে,
পরিরক্ষণে, চলনে ও পরিপালনে
জীবন ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে ওঠে;
অমনতর আদর্শে অনুরক্ত হও, অনুসরণ কর,
চল আর পাও।

১০৭

যা' করছ,—যা' নিয়ে আছ—
তা'তে তুমি অসাড়-দায়িত্বশীল,—
অলস-স্বার্থী, মন্থরাগ্রহী—
অর্থাৎ তুমি কপট—তা'তে,
এড়ান-প্রকৃতিই সৌজন্য তোমার,—
ফাঁকি দিচ্ছ তা'কে;—
ফাঁকি কিন্তু অদূরেই ব'সে আছে—
তোমার জন্য।

১০৮

দিয়ে বা খাইয়ে
কাউকে কর্ম্মঠ করা যায় কম;

করিয়ে, তদনুপাতিক দিয়ে যা খাইয়ে
তা' বরং সম্ভব,—
যোগ্যতা এমনি ক'রেই জাগ্রত হ'তে পারে।

১০৯

ইচ্ছা
আবেগে উৎসারিত হ'য়ে—
উপকরণে, সার্থক-অন্বয়ে
কেন্দ্রায়িত হয় যখন—বীজাকারে,—
বিবর্ত্তন সম্ভব হ'য়ে ওঠে তখনই—আরোতে,—
তা'র পরিপোষণী আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে;
অন্তর্নিহিত গঠন-বৈশিষ্ট্য যা'র যেমনতর—
উদ্ভবও তা'র তেমনতর,
আর, এটা কিন্তু সব রকমে,—সব ব্যাপারে,—
তা' অন্তর্জগতেই হোক বা বহির্জগতেই হোক।

১১০

উদ্দেশ্য উপায়কে ততক্ষণই সমর্থন করে,
যতক্ষণ উপায়
তা'র সহযোগী হ'য়ে চলতে থাকে—
তাৎপর্য্যে,—
আর, সেখানে এটা তেমনি সৎ বা সুষ্ঠু।

১১১

তোমার প্রীতি-আপ্যায়না
যেন এমনতর হয়
যা'তে প্রত্যেকেই
তোমাদের গুণমুগ্ধ হ'য়ে
উচ্ছল আনন্দ উপভোগ করে,
আবার, তোমাদের বিরহও যেন
প্রত্যেকের নন্দিত স্বপ্নকে
জীয়ন্ত ক'রে তোলে;
পরমপিতা তোমাদিগকে
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
উর্জ্জী উদ্যমে
আপ্যায়ন-অনুচর্য্যী ক'রে তুলুন—
প্রীতিতে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে,
সহনে, শুভনন্দনায়।

সূচীপত্র

বাণী সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	ও	বাণী সংখ্যা
২৫	চর্য্যাসূক্ত	২য় সং	১৬৩
২৬	ধৃতি বিধায়না (১ম)	২য় সং	২৭১
২৭	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	২৫৬
২৮	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	২৪৯
২৯	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	২২০
৩০	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	২১৯
৩১	চর্য্যাসূক্ত	২য় সং	৪৩
৩২	ধৃতি বিধায়না (১ম)	২য় সং	৩৭১
৩৩	চর্য্যাসূক্ত	২য় সং	১৫৮
৩৪	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫৯
৩৫	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৬০
৩৬	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৬১
৩৭	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৬২
৩৮	ধৃতি বিধায়না (১ম)	২য় সং	২৬৮
৩৯	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	১৭২
৪০	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	২২৩
৪১	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	২২৪
৪২	চর্য্যাসূক্ত	২য় সং	১০৮
৪৩	ধৃতি বিধায়না (১ম)	২য় সং	২১৬
৪৪	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	২১৫
৪৫	চর্য্যাসূক্ত	২য় সং	১২
৪৬	ধৃতি বিধায়না (২য়)	২য় সং	১৫৫
৪৭	চর্য্যাসূক্ত	২য় সং	৬৪
৪৮	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	৬৫
৪৯	ধৃতি বিধায়না (১ম)	২য় সং	১৪০
৫০	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	১৪১

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বাণী সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	ও	বাণী সংখ্যা
৫১	ধৃতি বিধায়না (১ম)	২য় সং	১৪২
৫২	চর্য্যাসূক্ত	২য় সং	১৪৬
৫৩	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৪৭
৫৪	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৪৮
৫৫	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৪৯
৫৬	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫০
৫৭	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫১
৫৮	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫৪
৫৯	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫৫
৬০	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫৬
৬১	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫৭
৬২	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১২৬
৬৩	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৩১
৬৪	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১২১
৬৫	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৩
৬৬	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৪
৬৭	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	১৫
৬৮	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	৮৭
৬৯	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	৮৮
৭০	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	৮৯
৭১	চর্য্যাসূক্ত	ঐ	৯৪
৭২	ধৃতি বিধায়না (১ম)	২য় সং	২২৫
৭৩	ধৃতি বিধায়না (১ম)	ঐ	১৭১
৭৪	বিকৃতি বিনায়না	২য় সং	১৫৩
৭৫	বিকৃতি বিনায়না	ঐ	১৪৮
৭৬	বিকৃতি বিনায়না	ঐ	১৪৯

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বাণী সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	ও	বাণী সংখ্যা
৭৭	বিকৃতি বিনায়না	২য় সং	১৫৮
৭৮	কৃতি বিধায়না	২য় সং	২
৭৯	কৃতি বিধায়না	ঐ	৩
৮০	কৃতি বিধায়না	ঐ	৯
৮১	কৃতি বিধায়না	ঐ	১১
৮২	কৃতি বিধায়না	ঐ	১৭
৮৩	কৃতি বিধায়না	ঐ	৩৪০
৮৪	সদ্ বিধায়না (১ম)	অখণ্ড সং	৪
৮৫	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	৫
৮৬	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	৭
৮৭	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	৬
৮৮	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	২
৮৯	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	১২
৯০	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	১৬
৯১	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	২৩
৯২	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	৩১
৯৩	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	৩২
৯৪	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	২৪
৯৫	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	২৫
৯৬	সদ্ বিধায়না (১ম)	ঐ	১৭
৯৭	সদ্ বিধায়না (২য়)	ঐ	১৯
৯৮	সদ্ বিধায়না (২য়)	ঐ	১০
৯৯	সদ্ বিধায়না (২য়)	ঐ	৭
১০০	সদ্ বিধায়না (২য়)	ঐ	৯
১০১	সদ্ বিধায়না (২য়)	ঐ	৬

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বাণী সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	ও	বাণী সংখ্যা
১০২	সম্বিতী	অখণ্ড সং	২৪৩
১০৩.	সম্বিতী	ঐ	২৪৫
১০৪	সম্বিতী	ঐ	২৪৬
১০৫	সম্বিতী	ঐ	৩৬৩
১০৬	সম্বিতী	ঐ	৩৬৭
১০৭	সম্বিতী	ঐ	৪৭২
১০৮	সম্বিতী	ঐ	৪৭৪
১০৯	সম্বিতী	ঐ	৫১৮
১১০	সম্বিতী	ঐ	৫৩৯
১১১	সদ্ বিধায়না	২য় খণ্ড	মুখবন্ধ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।